

Acc. No.	1423
Coll No.	294.5926101 MS (5)
Date	
B. G. M.	

॥ শ্রীশ্রী গুরুগোরাচাঁদে জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

অষ্টাচস্মারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ ।

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্বদৰ্শনঃ ।

সৈৱিক্ৰিয়াঃ কামতপ্তায়াঃ প্ৰিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ ॥ ১ ॥

মহাহোপস্কৰৈৱাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্ ।

মুক্তাদাম-পতাকাভিৰ্বিতানশয়নাসনৈঃ ।

ধূতৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ অগ্গন্ধৈরপি মণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

১-২ । অন্নয় : শ্রীশুকউবাচ । অথ সৰ্বাত্মা সৰ্বদৰ্শনঃ ভগবান্ বিজ্ঞায় (পিতাদীনাং প্ৰত্যেকং সান্ননপ্ৰায়ং বিশেষণানুভূয়) [কদাচিৎ] কামতপ্তায়াঃ সৈৱিক্ৰিয়াঃ প্ৰিয়ং ইচ্ছন্ গৃহং (তদালয়ং) যযৌ (গতবান্) ।

[তংগৃহং] মহাহোপস্কৰৈঃ (মহামূল্যগৃহোপকৰণৈঃ) আঢ্যং (অধিতং) কামোপায়োপবৃংহিতং ('কামোপায়ৈঃ' মধুতাম্বুলাদিভিঃ ক্ৰীড়োপকৰণৈঃ 'উপবৃংহিতং' সম্বন্ধং) মুক্তাদামপতাকাভিঃ, বিতান-শয়নাসনৈঃ সুরভিভিঃ ধূতৈঃ দীপৈঃ অগ্গন্ধৈঃ (মাল্যগন্ধৈঃ) অপি মণ্ডিতং ।

১২ । মূল্যানুবাদ : শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! সৰ্ববন্ধু সৰ্বদৰ্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব মথুরায় ফিরে এলে তার মুখে পিতামাতাদি ব্রজজনদের কিছুটা সান্ননা-প্ৰাপ্তির কথা বিশেষভাবে অনুভব করত, কোনও একদিন কামসম্বন্ধা কুজা নামে ঐসিকা সৈৱিক্ৰীৰ প্ৰীতিবিশেষ সম্পাদান করার জন্য তার গৃহে গেলেন ।

তদীয় গৃহ মহামূল্য উপকরণসমূহে পূৰ্ণ এবং কামোদ্দীপক মধু-তাম্বুলাদি ক্ৰীড়া-উপকরণে সম্বন্ধ, গৃহভাস্কর্য্য মুক্তামালা, গৃহের উপরস্থ পতাকা এবং চাঁদোয়া-শয্যা-আসন-সুগন্ধ ধূপ-দীপ-মাল্য-গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে উদ্ধবের পরামৰ্শ মতো ।

১-২। শ্রীজীব বৈ० তো० টীকা : সৈরিক্রীমপি সংতঃক্লমহং শক্তোহস্মি নোদ্ধব ।

কিমুত ব্রজলোকাংস্তানিতি ব্যঞ্জনিমামগাং ॥

শ্রীসৈরিক্রী নমস্তস্মৈ যৎকৃপাকৃষ্টমানসঃ ।

স্বয়ং গৃহং গতৌ রক্তমসঙ্কোচং রমাপতিঃ ॥

১-২ অথেতি সার্বদ্বয়কম্ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ; অথেন্দ্রবস্ত্রাগমনহেতোর্বিজ্ঞায় বহুনি দিনানি ব্যাপ্য তন্মুখাদ্রুজৌকসাং পিত্রাদীনাং প্রত্যেকং সান্ত্বন প্রায়ং বিশেষণানুভূয় কদাচিৎ সৈরিক্রীয়া গৃহং যযৌ । কীদৃশাঃ ? কামতপ্তায়াঃ স্বার্থাভিলাষবিশেষণে দহমানায়াঃ । তর্হি কিমেষোহপি কামী ? নেত্যাহ—প্রিয়মিচ্ছন, মৎপ্রীতার্থমসাবঙ্গরাগং মহমপিতবতী, তস্মাদেহমমুগ্ধাঃ প্রীতিবিশেষমেব কৃতা অনুগং শ্রামিতি বিচারয়মিত্যর্থঃ । ননু কুতস্ত্যাস্তাদৃশমপি বাঞ্ছিতং বিধিংসিতবান্ জ্ঞাতবাংশ্চ ? তত্রাহ—সর্বেতি ; সর্ববাস্তবেন সর্বহিতকারিত্বাত্তদপি কর্তৃমুচিতঃ, সর্ববদর্শনেন তদপি জ্ঞাত্যর্থঃ । কামোপায়া মধুতাম্বুলাদয়ঃ উপস্কারেনেব প্রপঞ্চয়তি—মুক্তেত্যাदिना मुक्तादामानि গৃহস্থান্তে পতাকাশেচাপরীতি জ্জয়ম্ । সুরভিভিরিতি যথাযথং বিতানাদিভিরপি যোজ্যম্ । কিন্তু তদেতাবদিধানমুদ্বব-বাচিকাদেব গম্যতে

॥ জী० ১-২ ॥

১-২। শ্রীজীব বৈ० তো० টীকাব্রূবাদ : [সৈরিক্রী শব্দের অর্থঃ স্বাধীনভাবে পর গৃহে অবস্থিতা শিল্পকারিণী] (সৈরিক্রীই কুজা) হে উদ্ধব আমি সৈরিক্রীকেও পরিত্যাগে সক্ষম নই । ব্রজলোকদের কথা আর বলবার কি আছে, এ কথা প্রকাশের জন্য সৈরিক্রীর ঘরে গেলেন । যার প্রতি দয়ায় আকৃষ্টমনা হয়ে রমাপতি অসঙ্কোচে বিহারের জন্য স্বয়ং তার গৃহে গেলেন, সেই কুজাকে প্রণাম ।

‘অথ’ থেকে ‘মণ্ডিত’ পর্যন্ত ২৫ শ্লোক ব্যাখ্যা—‘ভগবান্’ শ্রীকৃষ্ণ অথ ইতি—অতঃপর উদ্ধব মথুরায় ফিরে এলে বহু দিন ধরে তার মুখ থেকে শুনে শুনে পিতামাতাদির ও অন্য ব্রজজনদের কিছুটা সান্ত্বনা হয়েছে, ইহা ‘বিজ্ঞায়’ বিশেষরূপে অনুভব করত কোনও একদিন কুজার গৃহে গেলেন । তৎকালে কুজা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন ? এরই উত্তরে, কামতপ্তায়াঃ—স্বপ্রয়োজন-অভিলাষদ্বারা দহমানা । তাহলে কি কৃষ্ণও কামতপ্ত । না না কামতপ্ত নয়, এই আশয়ে বলা হল প্রিয়মিচ্ছন,—আমার প্রীতির জন্য এই কুজা আমাকে অঙ্গরাগ অর্পণ করেছিল, সে কারণে আমি উহার প্রীতিবিশেষ সম্পাদন করে অঞ্চলী হব, এরূপ বিচার করে তার গৃহে গেলেন । আচ্ছা কেনই বা কুজার বাঞ্ছা তাদৃশ হলেও তা বিধান-ইচ্ছা করলেন,—কুজার বাঞ্ছা জানতেন কি ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, সর্বাভ্যা সর্বদর্শনঃ—অন্তর্গামী রূপে সকলের হৃদয়ে থাকায় জানতেন, সর্বহিতকারী হওয়া হেতুও এ তাঁর পক্ষে করাই যুক্তিযুক্ত । ‘সর্বদর্শনঃ’, সকলের সবকিছু দেখেন, তাই কুজার অন্তরের ভাব জেনেই গেলেন, এরূপ অর্থ । কামোপায়া—কামোদ্দীপক ‘মধুতাম্বুলাদি’, উপস্কারৈ—গৃহের উপকরণ বলছেন, যথা মুক্তা প্রভৃতি । গৃহের ভিতরে মুক্তামালা দ্বারা এবং গৃহের উপরে পতাকা দ্বারা সজ্জিত । সুরভি-গন্ধাদি দ্বারা সুরভিত, বিতান—চাঁদোয়া যথাযথ ভাবে খাটিয়ে সজ্জিত । কিন্তু আগা-গোড়া সব ব্যবস্থা উদ্ধবের পরামর্শেই হয়েছে ; এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী० ১-২ ॥

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাসনাং

সদ্যঃ সমুখায় হি জাতসম্ভ্রমা।

যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং

সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

৩। অর্থঃ : সা (সৈরিক্তী) গৃহং (স্বভবনং প্রতি) আয়াস্তম্ (আগচ্ছন্তং) তম্ অচ্যুতং
অবেক্ষ্য (দূরে দৃষ্ট্বা) জাত-সম্ভ্রমা (জাতঃ 'সম্ভ্রমঃ' হর্ষাদি জনিত আবেগঃ যন্তাঃ তাদৃশীসতী) সদ্যঃ
আসনাং সমুখায় হি সখীভিঃ [সহ] যথা (যথোচিতং) উপসঙ্গম্য সদাসনাদিভিঃ সভাজয়ামাস
(পূজয়ামাস)।

৩। মূলোপবাদঃ : সৈরিক্তী শ্রীঅচ্যুতকে নিজগৃহের দিকে আসতে দেখে ভক্তিজনিত ব্যগ্রতায়
তৎক্ষণাৎ আসন থেকে উঠে পড়ে সখীগণের সহিত নিকটে এসে এস্তু ব্যস্তে যথোচিত স্ববর্ণময় আসনাদি
পূজোপকরণ নিবেদন করতে লাগলেন।

১-২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অষ্টাচরিত্ত্বাংশকেইগাং কুজা রময়িতুং হরিঃ।

স্তুতোইকুরেণ তদেগহে প্রাহিণোক্তং গজাহবয়ম্ ॥

বিজ্ঞায়োদ্ধবোক্তং বিশেষতো জ্ঞাহা তত্র সমাধানং পূর্বমেব কৃতবানিত্যাহ,— ভগবান্নহাতকৈশ্বর্ষ্য-
দেব মথুরায়াং স্থিতোহপি প্রকাশান্তরেণ ব্রজমগাদেবেতার্থঃ। সর্বাশ্রয়াদেব সর্বমনোরথং পূরয়িতুমিতার্থঃ।
কিন্তুদ্ধবসমাধানার্থং সর্বদর্শনঃ। তদা উদ্ধবঃ প্রতি স্বীয় প্রকাশদ্বৈতবিরহপ্রকাশেইপ্যাবির্ভাবাদিকমতির-
হস্তমপি জ্ঞাপয়ামাসেবেতার্থঃ। ততশ্চ পূর্বং যৎ প্রতিশ্রুতং তৎ দাতুং তেন সহ কুজয়া গৃহং জগামেত্যাহ,—
সৈরিক্তী ইতি। মহাহেতি সন্তোষোৎসবোপযোগিবহুপকরণাশ্রিতমিতার্থঃ। কামোপায়াঃ কামোদী-
পকালেখ্যবিশেষা ঔষধবিশেষাশ্চ ॥ ১-২ ॥

১-২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ : এই অধ্যায়ে কুজার সহিত বিহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের
তৎ গৃহে গমন এবং অকুরের গৃহে তার দ্বারা স্তুত হওয়ার পর তাকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ।

বিজ্ঞান্ন — উদ্ধব-কথিত ব্রজের কথা বিশেষভাবে জেনে পূর্বেই যা সমাধান করেছিলেন তাই
পরবর্তী 'ভগবান্' শব্দে সূচিত হয়েছে, এই শব্দে শ্রীকৃষ্ণের মহাতর্ক ঐশ্বর্য লক্ষিত, যার বলে মথুরায়
অবস্থিত হয়েও অশ্রু প্রকাশে অর্থাৎ অশ্রু কট প্রকাশে ব্রজেই গেলেন, সর্বাশ্রা— সকলেরই হৃদয় হওয়ায়
সকল ব্রজজনের মনোরথ পূরণ করার জন্য গেলেন। সর্বদর্শনঃ— কিন্তু উদ্ধব সম্বন্ধে সবকিছু সমাধানের
জন্য কৃষ্ণ সর্বদর্শীরূপে তদা উদ্ধবের কাছে স্বীয় প্রকাশের দ্বিবিধত্ব, বিরহ প্রকাশেও আবির্ভাবাদি অতি
রহস্যও খুলে জানানলেন (শ্রীভা০ ১০।৪৫।২৫) বিশ্বটীকা দ্রষ্টব্য। অতঃপর পূর্বে কুজাকে যা দানে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা দেওয়ার জন্য উদ্ধবসহ কুজার ঘরে গমন করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে
—সৈরিক্তী।

তথোদ্ধবঃ সাধু তয়াহতিপূজিতো
 গ্র্যষীদতুর্ব্যাসমভিমুগ্ধ চাসনম্ ।
 কৃষ্ণোহপি তুর্গং শয়নং মহাধনং
 বিবেশ লোকাচরিতান্য চুত্রতঃ ॥ ৪ ॥

৪। অল্পম্ : তথা (তদং) উদ্ধবঃ [চ] সাধু [যথা স্যাং তথা] তয়া (সৈরিক্রিয়া) অভিপূজিতঃ
 অভিতঃপূজিতঃ সন্) আসনং অভিমুগ্ধ (ভক্ত্যা আসনং স্পৃষ্ট্বা) উর্বাং (ভূম্যাং) ন্যষীদং (উপবিষ্টঃ)
 লোকাচরিতানি (লোকাচারান্) অচুত্রতঃ (অচুত্ৰতঃ) কৃষ্ণঃ অপি তুর্গং (সত্বরং) মহাধনং (মহামূল্যং)
 শয়নং (শয্যাং) বিবেশ ।

৪। মূল্যাবাদ : প্রথমে যথা কৃষ্ণ পূজিত হলেন, সেই একই উপকরণে যথোচিত সম্মানের
 সহিত উদ্ধবও কুজার দ্বারা পূজিত হলেন। কুজা-দত্ত আসনাদি স্পর্শ করত সরিয়ে রেখে মাটিতে বসে
 পড়লেন উদ্ধব মহাশয়। শ্রীকৃষ্ণও লোকাচার অনুসারে অন্তর্গৃহস্থিত অমূল্য রত্নময় শয্যায় শীত্র গিয়ে বসে
 পড়লেন।

মহাহর্ষা ইতি—সন্তোষ-উৎসবোপযোগি বহু উপকরণে সমৃদ্ধ। কাম্যোপায়ো—কাম-
 উদ্দীপক চিত্রপট বিশেষ ও ঔষধ বিশেষ ॥ বি° ১-২ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : অবেক্ষা, দূরে দৃষ্ট্বা সমাগতান্নাসেনোথায়। হি
 পাদপূরণে। তচ্চ করণং তস্যা: সঙ্গমক্রমেণ। উল্লাসকার্য্যমাহ—জাতসমুদ্রা, সঙ্গমশ্চিত্তব্যা। ত চ্যুতমিতি
 প্রতিজ্ঞাতচ্যুতিরাহিত্যাভিপ্রায়াং ॥ জী° ৩ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ : অবেক্ষা—দূরে দেখেই সমুদ্রাঘ—‘সম্যক্’
 অতি উল্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ে। হি—পাদপূরণে। কুজার সেই পূজা-উপকরণও নিবেদিত হল ভক্তি-
 জনিও ব্যস্ততায়। উল্লাস কার্য বলা হচ্ছে, জাতসমুদ্রা—চিও ভক্তিজনিত ব্যগ্রতা জন্মাল, ব্রাস্ত-
 ব্যস্তে পূজোপকরণ নিবেদন করতে লাগলেন। অচ্যুত—প্রতিজ্ঞাত কথা থেকে চ্যুতি রহিত। এই
 অভিপ্রায়েই শব্দটির ব্যবহার এখানে ॥ জী° ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : যথা যথোচিতম্ ॥ ৩ ॥

৩। বিষ্ণুবাথ টীকাবুদ : যথা যথোচিত ॥ বি° ৩ ॥

৪। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : তথোদ্ধবঃ সাধু যথা স্যাং তথা তয়া
 সৈরিক্রিয়া, অভিভঃ পূজিতঃ। উর্বাং ন্যষীদদিতি ভক্ত্যা আসনমভিমুগ্ধ স্পৃষ্ট্বা তস্যা: শ্রীতার্থং বন্দি-
 স্বৈতার্থো বা মহাধনমূল্যরত্নাদিময়মিত্যর্থঃ। তুর্গং বিবেশেতি—পূজায়া: পূর্ববাসনে নিবিষ্টঃ তত উত্থায়
 সত্বরং গৃহান্তঃশয্যায়াং স্বয়মেবোপবিবেশেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—লোকানামাচরিতানি স্বৈরজ্ঞী-গৃহমধ্যে রত্যাং

সা মজ্জনালেপ-দুকুল-ভূষণ-

অঙ্গ-গন্ধ-তাম্বুল-মুখাসাদিভিঃ ।

প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং

সত্রীড় লীলোৎস্মিত বিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥ ৫ ॥

৫। অর্থঃ : সা (সৈরিক্ত্রী অপি) মজ্জনালেপদুকুল-ভূষণ-অঙ্গ-গন্ধ-তাম্বুল-মুখা-সবাদিভিঃ প্রসাধিতাত্মা (যোগ্যতাং আপাদিতঃ দেহো যয়া সা) সত্রীড়-লীলোৎস্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈঃ মাধবং উপসসার (তৎসমীপমাজগাম ইত্যর্থঃ)

৫। মূলানুবাদ : স্নান-অমুলেপন-বসন-ভূষণ-মাল্য-গন্ধতাম্বুল ও মুখা প্রভৃতি উপকরণে নিজ দেহকে রতি-যোগ্যতা পাইয়ে সলজ্জ-লীলোদগত-স্মিত-বিলাস কটাক্ষের সহিত ধীরে ধীরে মাধবের নিকট গেলেন কুজা ।

স্বৈচ্ছয়াশ্চ তচ্ছয্যাধিষ্ঠেয়ৈতি-পর্যাস্তলক্ষণানি সৰ্ব্বাণ্যেবানুব্রতোহনুসৃতঃ, স্বীকৃতলৌকিকলীলাদিত্যর্থঃ । অত ইদমপি রাত্রাবেব বোদ্ধব্যম্ ॥ জী০ ৪ ॥

৪। শ্রীজীবং বৈ০ তো০ টীকানুবাদ : তথা ইতি—পূর্বে যথা কৃষ্ণ পূজিত হলেন, তথা অর্থাৎ সেই একই উপকরণে উদ্ধবও যথোচিত সম্মানের সহিত পূজিত হলেন কুজার দ্বারা । অভি-পূজিত—‘অভি’ সর্বতোভাবে অর্থাৎ স্বহস্তে আসনাদি পেতে আদরে পূজিত । উব্যাং ব্যায়ীদং—মাটিতে বসলেন, কুজার প্রীতির জগ্ন বা বন্দনা-উদ্দেশ্যে আসন অভিভূষা—স্পর্শ করে সরিয়ে রেখে । মহাপ্রবং শয়নং—অবল্য রত্নাদিময় শয্যা তুর্গং বিবেশ ইতি পূজার্থে পাতা আসনে ক্ষণ কাল বসেই, তার থেকে উঠে পড়ে সত্বর ঘরের ভিতরের শয্যায় নিজে নিজেই গিয়ে উপবেশন করলেন । এ বিষয়ে হেতু,—‘লোকাচরিতানি’ অনুব্রতঃ—লোকাচার অনুসরণ । ইহা কি ? ‘কুলটা স্ত্রীদের ঘরের মধ্যে রতির নিমিত্ত স্বৈচ্ছায় সত্বর তার শয্যায় উপবেশন করবে ।’ এই পর্যন্ত লক্ষণ সকল সবকিছুই ‘অনুব্রতঃ’ অনুসরণ করলেন,—লৌকিক লীলা স্বীকার করা হেতু । অতএব রাত্রিও লৌকিক লীলাই অনুসরণ করা হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৪ ॥

৪। শ্রীবিষ্মব্যাথ টীকা : উব্যাং শ্রীদদিতি কৃষ্ণপ্রিয়য়া তয়া স্বহস্তদত্তাসনে দাসস্ত তস্তোপবেশানোচিত্যাং । অভিভূষা স্বহস্তেন স্পৃষ্টেতি তস্তাজ্ঞাপালনার্থম্ । শয়নমন্তুর্গস্থিতশয্যাম্ ॥ বি০ ৪ ॥

৪। শ্রীবিষ্মব্যাথ টীকানুবাদ : উব্যাং ব্যায়ীদিতি—উদ্ধব মাটিতে বসে পড়লেন,—কৃষ্ণ প্রিয়া কুজার স্বহস্তে দেওয়া আসনে দাস তার উপবেশন উচিত না হওয়া হেতু । অভিভূষা—স্বহস্তে স্পর্শ করলেন কুজার আজ্ঞা পালনার্থে । শয়নম্—অন্তুর্গস্থিত শয্যা ॥ বি০ ৪ ॥

আহুয় কান্তাং নবসঙ্গম-হ্রিয়া ।

বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে ॥

প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া

রেমেহনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥ ৬ ॥

৬। অন্নয়ঃ [তদা শ্রীকৃষ্ণঃ] নবসঙ্গমহ্রিয়া বিশঙ্কিতাং কান্তাং আহুয় কঙ্কন ভূষিতে করে প্রগৃহ্য (ধৃষ্টা) শয্যাং অধিবেশ্য (উপবেশ্য) অনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া (‘অনুলেপার্পণেন’ হরেঃ গন্ধ সম-পর্ণেন লব্ধঃ ‘পুণ্যলেশঃ’ পুণ্যে কদেবঃ যয়া সা তথা তয়া) রাময়া (তয়া সৌরিক্য়াসহ) ।

৬। যুগ্মাবুবাদঃ মাধবঃ নবসঙ্গম লজ্জায় বিশঙ্কিতা কান্তা সৌরিক্য়ীকে আহ্বান করত তার কঙ্কণ-ভূষিত করদ্বয় আদরে ধরে শয্যা উপবেশন করিয়ে নিজ প্রতি অনুলেপন সমর্পণে লব্ধ-পুণ্য তার সহিত বিহার করতে লাগলেন ।

৫। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : আলোপ-চন্দনাদিপঙ্কঃ, গন্ধো বহিঃসম্পর্কজ-চন্দনাদিনি-র্ধাসঃ, সুধাবদাসবো মধু । উপসসার সমীপে শনৈর্গতা । মাধবঃ লক্ষ্মীকান্তমপীতি অহো তস্য দীনবিষয়-কৃপাপারবশ্যং কিয়দ্বর্গনীয়মিতি ভাবঃ ॥ জী. ৫ ॥

৫। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদঃ আলোপ-চন্দনাদিপঙ্ক গন্ধ-বহিঃসম্পর্কজাত চন্দনাদি নির্ধাস । সুধাসব-সুধার মতো মধু । উপসসার-ধীরে ধীরে নীকটে গেলেন,— ঘাপ্রবং—লক্ষ্মীর কান্ত হলেও—অহো দীনজন সম্বন্ধে কৃষ্ণের কৃপাপারবশ্য কতটা আর বর্ণনা করা যাবে, এর শেষ নেই, একরূপ ভাব ॥ জী. ৫ ॥

৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : গন্ধোইগুরুধূপঃ প্রসাধিতঃ রক্তিযোগাতামাপাদিত আত্মা দেহো যয়া সা ॥ বি. ৫ ॥

৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ গন্ধ-অগুরু-ধূপ ইত্যাদি উপকরণে প্রসাধিতাত্মা—দেহকে রতির যোগ্যতা প্রাপ্ত করানো হল, যার দ্বারা সেই কুজা ॥ বি. ৫ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : নবসঙ্গমহ্রিয়া বিশঙ্কিতামিত্যেন তস্তাঃ প্রাচীনতৎস্পর্শ-প্রভাবেণ তস্তাস্তদেব শরীরং পরমদিব্যকুমারীভাবায় সম্পন্নমিত্যোতদ্ব্যঞ্জিতম্ । কঙ্কণভূষিত ইতি তস্তাঃ সুকোমলাঙ্গীভাং কঙ্কণোপধেয় প্রগৃহ্যেত্যর্থঃ । তাদৃশানুগ্রহে ভক্তিরেব হেতুরিত্যাহ—অনুলেপেতি, তৈর্ব্যাখ্যাতম্ ; যদ্বা, অনুলেপার্পণলক্ষণং পুণ্যং লাভি আত্মসাৎকুর্কস্তুতানুলেপনলাঃ তেষামীশয়া অনু-লেপার্পক-ভক্তবর্গশ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ । স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে, তত্রাপি সাক্ষাৎ, তত্রাপি সময়বিশেষেইনুলেপার্পণাৎ ॥ জী. ৬ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদঃ নবসঙ্গমহ্রিয়া ইতি—নবসঙ্গম লজ্জায় বিশঙ্কিতা, এই কথায় কুজার পূর্বকালীন কৃষ্ণস্পর্শ প্রভাবে-যে তার সেই শরীর পরমদিব্য কুমারীভাবে বিশিষ্ট হয়ে

মানঙ্গ-তপ্ত-কুচয়োরুরসস্তথাক্ষো-

জিহ্বন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী।

দোৰ্ভ্যাং স্তনান্তুরগতং পরিরভ্য কান্ত-

মানন্দমুৰ্তিমজহাদতিদীৰ্ঘতাপম্ ॥ ৭ ॥

৭। অর্থঃ : সা (সৈরীক্ষী) অনন্ত-চরণেন অনঙ্গ-তপ্তকুচয়োঃ উরসঃ (বক্ষসঃ) তথা
অক্ষোঃ (নেত্রয়োঃ) রুজঃ (কামপীড়াঃ) মৃজন্তী (অপসারয়ন্তী সতী) জিহ্বন্তী (তচরণ ভ্রাণং কুৰ্বন্তী
চ সতী) আনন্দমুৰ্তিঃ স্তনান্তুরগতং কান্তং দোৰ্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ) অতি দীৰ্ঘ তাপং জহৌ
(তত্য়জ)।

৭। মূল্যাবাদ : সেই সৈরীক্ষী কৃষ্ণচরণ স্পর্শে কামতপ্ত কুচদ্বয়ের, বক্ষের তথা নেত্রের কাম-
পীড়া অপসারণ পূর্বক সেই চরণ-ভ্রাণ নিলেন, তৎপর স্তন-মধ্যগত আনন্দমুৰ্তি কান্তকে দু বাহুতে আলিঙ্গন
করত অতি দীৰ্ঘ তাপ দূর করলেন।

উঠেছিল, উহাই ব্যঞ্জিত হল। কল্পণ ভূষিতে ইতি—সে সুকোমল অঙ্গী হওয়া হেতু কঙ্কনোপরি ধরেই
আদরে উপবেশন করালেন। তদৃশ অনুগ্রহে কুজার ভক্তিই কারণ, এই আশয়ে অবলোপ ইতি—
[ত্রীধর—কৃষ্ণকে গন্ধ-অর্পণ ব্যতিরেকে কুজার অঙ্ক কোনও সাধন নেই, এইটা দেখাবার জন্ত ‘পুণ্যলেশ’
এরূপ উক্ত হল, পুণ্যের ‘অল্পতা’ বলবার জন্ত নয় কিন্তু।]

অথবা, ‘অনুলেপার্ণ+পুণ্যাল’—অনুলেপ অর্পণ লক্ষণ পুণ্য ‘ল’ লাস্তি অর্থাৎ আত্মসাৎ করে
যারা সেই তাদের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর—অনুলেপ অর্পক ভক্তবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুজার সহিত কামকলি
করতে লাগলেন, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তারমধ্যেও সাক্ষাৎভাবে, তারমধ্যেও আবার সময় বিশেষে
অনুলেপন অর্পণ হেতু ॥ জীঃ ৬ ॥

৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নবসঙ্গমেতি বিশুদ্ধিতেতিপদাভ্যাং মন্দধিয়ঃ প্রতি ভূত্যা অনন্ত-
ভোগ্যঃ জ্ঞাপিতম্। তত্র তত্য়াঃ মহাসুন্দরীয়া অপি কুজ এব রক্ষকঃ আসীদিতি ভাবঃ। অনুলেপার্ণ-
লক্ষণস্তৎপ্রাপকঃ যন্তা পুণ্যলেশ ইতি। নতু সাধনসিদ্ধানাং ব্রজস্রীণাং পুরস্রীণামিব বা পুণ্যপুঞ্জ ইতি
ভাবঃ ॥ বিঃ ৬ ॥

৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : ‘নবসঙ্গম’ ও ‘ভয়’ পদদ্বয় দ্বারা কুজা যে একমাত্র কৃষ্ণেরই
ভোগ্য, তাই জানানো হল—এ বিষয়ে কুজা মহাসুন্দরী হলেও তার কুঁজই রক্ষক রূপে কাজ করত, এরূপ
ভাব। গন্ধানুলেপন লক্ষণ পুণ্যলেশ কৃষ্ণপ্রাপক হল, সাধনসিদ্ধ ব্রজস্রীদের বা পুরস্রীদের মতো পুণ্যপুঞ্জ
নয় কিন্তু ॥ বিঃ ৬ ॥

সৈবং কৈবল্য-নাথং তং প্রাপ্য দুঃপ্রাপ্যমীশ্বরম্ ।

অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥ ৮ ॥

৮। অর্থঃ : অহো সা (সৈরিন্ধ্রী) দুর্ভাগা (পূর্বং কুজাঙ্ক-দাসীত্ব লক্ষণ দৌর্ভাগ্য যুক্তাপি) এবং (উক্ত প্রকারেণ) অঙ্গরাগার্পণেন (অঙ্গরাগার্পণ মাত্রেণ) ইশ্বরং (পরং স্বতন্ত্রং) দুঃপ্রাপ্যম্ কৈবল্য-নাথং ('কৈবল্য' একান্ত রতিং যো ভক্তিযোগং তস্য 'নাথং' তৎপ্রদান প্রভুং) তং (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্য ইদম্ (বক্ষ্যমান্ হুল'ভ পদং) অযাচত ।

৮। মূল্যাবুদ : অহো সৈরিন্ধ্রী পূর্বের কুজীত ও দাসীত্ব লক্ষণে দৌর্ভাগ্যযুক্তা হয়েও কেবলমাত্র অঙ্গরাগ অর্পণের দ্বারাই পরমসতন্ত্র-দুঃপ্রাপ্য-একান্তরতি (ভক্তিযোগ) প্রদানে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের স্বরে পেয়ে, পরবর্তী শ্লোকের কথায় হুল'ভপদ প্রার্থনা করলেন ।

৭। শ্রীজীব বৈঃ ৩তঃ টীকা : অনঙ্গতপ্তেত্যস্ত উরসাক্ষিভ্যামপ্যাহুযঙ্গঃ, অনঙ্গতপ্তেতি অসমস্তঃ ইপি সপ্ততপ্তাং ; অনন্তস্থাপরিচ্ছিন্নমাধুর্ধ্যাতয়া চ। তস্য তথা নান্দ্রশরণেন স্বয়ং তেন বা তত্র তত্র নিহিতেন কজঃ কামপীড়া যুজন্তী অপাসারয়ন্তী। এতচ্চ রতাস্তে জ্ঞেয়ং স্তনাস্তরগতং স্তনরূপাবকাশং প্রাপ্তম্, 'অন্তরমবকাশাবধি' ইতি অমর-নানার্থাৎ। অতএবানন্দমূর্ত্তিং, তত্রাপি কাস্তং মধুরভাববিশেষময়ম্ অতএবাত্যন্তদীর্ঘমপি তদপ্রাপ্তিতাপং সতো জহৌ ॥ জীঃ ৭ ॥

৭। শ্রীজীব বৈঃ ৩তঃ টীকাবুদ : অনঙ্গ তপ্ত ইতি—সৈরিন্ধ্রী কামতপ্ত হওয়া হেতু কৃষ্ণের নয়ন ও বক্ষের সহিত তার যোগাযোগ হয়ে গেল—বক্ষাদি অসম হলেও কামাগ্নির তাপ ছ ছ করে বিস্তারিত হয়ে পড়া হেতু এবং অনন্ত কৃষ্ণের মাধুর্ষ্য অনন্ত হওয়া হেতু সেই সেই অঙ্গে স্থাপিত চরণের দ্বারা, বা স্বয়ং নিজের দ্বারা কামপীড়া নিরাময় হয়ে গেলে,—এই নিরাময়ও হল কামকেলির শেষে, এরূপ বুঝতে হবে। স্তনাস্তরংগতং—দুই স্তনের মধ্য স্থানে আনন্দমূর্ত্তি কাস্তকে পেয়ে বাহুযুগলে আলিঙ্গন করলেন। এতে অতি দীর্ঘ তাপের সত্ত্ব নিরাময় হল। একে আনন্দ মূর্ত্তি তার মধ্যেও আবার কাস্তং—মধুর ভাব বিশেষময়, অতএব অত্যন্ত দীর্ঘ হলেও তার অপ্ৰাপ্তিজনিত তাপ সত্ত্ব ত্যাগ করলেন ॥ জীঃ ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্মবাত্ৰ টীকা : কুচাদীনাং কজো যুজন্তী চরণং জিহ্বন্তী চ ॥ বিঃ ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্মবাত্ৰ টীকাবুদ : চরণের স্পর্শে কুচযুগলের পীড়া দূর করলেন, আর চরণের আত্মাণ নিলেন ॥ বিঃ ৭ ॥

৮। শ্রীজীবঃ ৩তঃ টীকা : ইশ্বরং পরমস্বতন্ত্রমতএব পরমদুঃপ্রাপ্যং তথাপি অঙ্গ-রাগার্পণমাত্রাৎ এবমুক্তপ্রকারেণ, তত্রাপি কেবলশুদ্ধভক্তেস্তু ভাবঃ কৈবল্যমেকান্তরতিঃ 'কৈবল্যসম্মত-পথস্তথ ভক্তিযোগঃ' (শ্রীভা ২।৩।১২) ইত্যত্র কৈবল্যমিত্যেব সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তিযোগঃ' ইতি স্বামি-ব্যাখ্যানাৎ। 'যথাবর্ণবিধানমপবর্গচ্চ ভবতি' ইত্যাদি-পঞ্চম-স্কন্ধপাঠানুসারাক্ষ (১৯.১৮) তস্য নাথং তৎপ্রদানপ্রভুং তত্তয়া প্রাপ্য প্রকর্ষণে লক্কা দুর্ভাগা পূর্বং কুজাঙ্ক-দাসীত্বলক্ষণদৌর্ভাগ্যযুক্তাপি, ন তু

সহোম্মতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া ।

রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেহম্বুরূহেক্ষণ ॥ ৯ ॥

৯। অম্বয়ঃ : অম্বুরূহেক্ষণ (হে কমললোচন) প্রেষ্ঠ ইহ (মদগৃহে ময়া সহ উম্মতাম্, (বাসঃ ক্রিয়তাং) কতিচিং দিনানি রমস্ব (বিহর) তে (তব) সঙ্গং ত্যক্তুং ন উৎসহে (ন প্রভবামি) ।

৯। মূল্যাবুবাদঃ : সৈরিক্রী বললেন হে কমলনয়ন ! হে প্রিয়তম ! এই গৃহে তুমি আমার সহিত বাস কর এবং আমার সহিত বিহার কর । আমি তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারছি না ।

শ্রীগোপীবৎ স্বতঃ শ্রীবিজয়ী-তত্তদগুণযুক্তা ; অহা আশ্চর্য্যমিদং বক্ষ্যমাণং সুহৃদ্বৎ পদমযাচত । অস্তা দুর্ভাগাবস্থাস্থ প্রাচীনত্বেন নির্দেশঃ, 'কিমেনে কৃতং পূর্ব্বমবধূতেন ভিক্ষুণা' (শ্রীভা০ ১০।৮০।২৫) ইত্যাদিবৎ ॥ জী০ ৮ ॥

৮। শ্রীজীবং বৈ০ ভো০ টীকাবুবাদঃ : ঈশ্বরঃ—পরম স্বতন্ত্র, অতএব পরম দুঃপ্রাপ্য, তথাপি এবং—উক্ত প্রকারে কেবল মাত্র অঙ্গরাগ অর্পণের দ্বারা একান্ত রতি, প্রার্থনা করলেন । কৃষ্ণ আবার কৈবল্যনাথও । কৈবল্য—শুদ্ধা ভক্তির ভাব একান্ত রতি, এই অর্থ স্বামিপাদসম্মত । যথা—'কৈবল্য ইতি' (শ্রীভা০ ২।৩।১২) শ্লোকের স্বামিবাখ্যা এরূপ, যথা কৈবল্যই সম্মতপন্থা, যা ভক্তিযোগ । আরও (ভা০ ৮) শ্লোকের "যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি" এখানে 'চ' কারে অপবর্গ শব্দে 'কৈবল্য' দ্ব্যতীত । কৈবল্য—নাথঃ প্রাপ্য—সেই কৈবল্যের 'নাথঃ'—কৈবল্য প্রদানে প্রভু (সমর্থ) যিনি, সেই কৃষ্ণকে প্রাপ্য—উত্তম রূপে লাভ করে দুর্ভাগ্য—কুজীত ও দাসীত্ব লক্ষণে দুর্ভাগ্য-যুক্তা হয়েও শ্রীগোপীবৎ স্বতঃ লক্ষ্মীবিজয়ী—সেই সেই গুণযুক্ত হয়ে যে, তা নয় ; 'অহা' ইহা আশ্চর্য্য যে আবার প্রার্থনাও করলেন সুহৃদ্বৎ বক্ষ্যমানপদ ॥ জী০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিষ্মনাথ টীকা : সা তং কৈবল্যেনৈব নাথং অযাচত কেবলয়া মমৈব সহ রমস্ব ন হৃদয়া কয়াচিদপি ইতি প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ । তথাভূতবরস্ত কৃষ্ণেনাপ্রদাস্তমানত্বাৎ দুর্ভাগ্য ॥ বি০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাবুবাদঃ : সেই কুজা কৃষ্ণের কাছে কেবলমাত্র নাথত্বের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন অর্থাৎ কেবল আমার সহিতই কামকেলি কর, অন্য কোনই রমণীর সঙ্গে নয় । তথাভূত বর কৃষ্ণের অদেয় হওয়া হেতু কুজাকে দুর্ভাগ্য বলা হল ॥ বি০ ৮ ॥

৯। শ্রীজীবং বৈ০ ভো০ টীকা : তদেবাহ—সহেতি । আহোম্মতামিতি পাঠঃ সর্ব্বত্র, স তু পুনরুক্তঃ, অযাচতেত্যুক্তত্বাৎ । যাচনমেব বিবৃণোতি—সহেতি । ইহ মদগৃহে ময়া সহোম্মতাম্ ; তয়া তত্র প্রয়োজনমাহ—রমস্বেতি । তত্রাপি ময়া সহেতি যোজ্যম্, ননু মমানাত্র কৃত্যানি বহুতরাপি সম্ভূতি চেৎ, তত্রাহ—নোৎসহে ইতি । অতস্তু যত্র যাস্তসি, তত্রৈবাহং যাযাম্, অন্যথা প্রাণং ত্যক্ষ্যামীতি ভাবঃ । তং কৃতঃ ? হে অম্বুরূহেক্ষণ পরমসৌন্দর্য্যাদি-গুণযুক্তত্বেনাকৃষ্ট-মদীয়সর্ব্বেন্দ্রিয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ জী০ ৯ ॥

তসৌ কামবরং দত্তা মানয়িত্বা চ মানদঃ ।

সহোদ্ধবেন সর্বেশঃ স্বধামাগমদৃদ্ধিমৎ ॥ ১০ ॥

১০। অর্থঃ : মানদঃ সর্বেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তসৌ (সৈরিক্রী) কামবরং দত্তা মানয়িত্বা চ (তত্র তাং সম্মতাং কারয়িত্বা নিরন্তর রমণং তু ত্বদ্বিষ্টং ন সম্ভবেৎ কিম্বদন্তী ভয়াদিতি চোক্তাগমৎ) উদ্ধবেন সহ ঋদ্ধিমৎ (সমৃদ্ধিশালী) স্বধামং (বহুদেবান্তর্গতং) অগমং গতবান্ ।

১০। মূল্যাবাদ : মানদ সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনাকারিণী সৈরিক্রীকে তার অভীষ্ট কামবর প্রদানপূর্বক তাকে নানা কথায় মানিয়ে মানিয়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের সহিত সমৃদ্ধিশালী বহুদেবের অন্তর্গত গমন করলেন ।

৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকানুবাদ : কি সেই প্রার্থনা, তাই এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, যথা—‘ইহ’ আমার ঘরে ঘম্মা সহ উন্মাতাম্,—আমার সঙ্গে বাস কর । [অত্ৰ একটি পাঠ ‘আহোম্মতা-মিতি’ প্রার্থনা করলেন বাস কর । পূর্ব শ্লোকে ‘অবাচত’ (প্রার্থনা করলেন) পদটি থাকতে এই পাঠটি পুনরুক্তি হওয়ায় ত্যক্ত ।] কৃষ্ণের সহিত তার ঘরে বাস করার যে প্রয়োজন তাই বললেন, বহুদেব ইতি—কয়েক দিন আমার সহিত রতিক্রীড়ায় রত থাক । কৃষ্ণ যদি বলেন অত্ৰ আমার বহু কৃত্য আছে, এরই উত্তরে বোৎসাহ—তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারছি না । অত্ৰে তুমি যথায় যাবে সেখানেই আমাকে নিয়ে চল, অন্যথা প্রাণ ত্যাগ করব এরূপ ভাব । কেন ? এরই উত্তরে, হে প্রেষ্ঠ ইতি প্রাণাদির তুমিই পরমাত্মা, এরূপ ভাব । এ কি করে হয় ? এরই উত্তরে, হে অম্লকহেষ্ণু—হে কমললোচন । নয়ন পরমসৌন্দর্যাদি গুণযুক্ত হওয়া হেতু, আমার সকল ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছে, এরূপ ভাব ॥ জীঃ ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্মবাস্য টীকা : তত্রাপি কতিচিদ্দিনানি ইহান্তর্গতং এব উন্মাতাং ন তু বহির্নিষ্ক্রম্য তাম্ । ভোজনপানাদি-ব্যবহারসিদ্ধিরেতদগ্ৰহণম্ এব সর্বা বর্তত ইতি ভাবঃ । “সহোম্মতাম্” আহোম্মতা-মিতি চাত্র পাঠদ্বয়ম্ ॥ বিঃ ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্মবাস্য টীকানুবাদ : দুর্ভগা হলেও কয়েকটা দিন আমার এই ঘরের অন্তরালেই বাসা কর । বাইরে মোটে যাবে না—পানভোজনাদি সবকিছু ব্যবহার সম্পন্ন হতে পারবে এই গৃহমধ্যেই, সবকিছুর ব্যবস্থা আছে, এরূপ ভাব । পাঠ দুপ্রকার—‘সহোম্মতাম্’ ‘আহোম্মতাম্’ ॥ বিঃ ৯ ॥

১০। শ্রীজীবঃ বৈঃ তোঃ টীকা : কামঃ সহোম্মতামিত্যাদিনা তথা প্রার্থিতঃ আরোপ-ভোগঃ, স এব বরোহীষ্টার্থঃ, আগত্যাগত্য রংশু ইতি তৎসঙ্কল্পাত্মকস্তমিতি শ্রীগোপীবং শুদ্ধপ্রেমবিশেষা-ভাবো দর্শিতঃ ‘যন্তে সৃজাত চরণাশুকহম্’ (শ্রীভা ১০.৩১.১৯) ইত্যাদিরীত্যা তাসাং তদীয়হৃৎকৈত-স্বসুখদহাৎ, অসাস্ত স্বসুখমাত্রোদ্দেশাৎ, কিন্তু লক্ষ্মীসহস্রকোটীনামপ্যাবির্ভাবেন চ প্রভোঃ সৈরিক্রীয়াঃ স্বীকৃতিঃ, সেয়ং ব্যনক্তি অ পরাং কৃপাম্ । তত্র চ তস্মৈ স্বাভাবিককরণৈব কারণমিত্যাহ—মানদ ইতি,

উদ্ধবেন সহিত ইতি । যথা তেন সহ গতন্তথা এবাগতঃ । তচ্চ লোকাচরিতমমুসৃত্য তস্ম পরমধর্মনিষ্ঠস্য সঙ্গেনাপলাপার্থমিব, বস্তুতস্ত পরমপ্রণয়েনেতি ভাবঃ । স্বনাম জীবন্তদেবান্তর্গতঃ ; তত্র তত্র চ তস্য লীলৈশ্চৈব কারণমিত্যাহ—সর্বেশ ইতি । ঋদ্ধিমং সর্ববিধপ্রিয়জন-তৎসেবোপকরণসম্পন্নমিতি তত্রা-গমনযোগ্যতাক্তা । অত্রৈয়ং মাথুরহরিবংশকথেতি শ্রুয়তে—পূর্বজন্মনীয়ং রাজকন্যাসীৎ, তত্র নারদাং জীভগবদগুণগানশ্রবণেন তস্মিন্ জাতানুরাগা বভূব । পশ্চাচ্চ শ্রীনারদং প্রতি তস্তা যোগ্যবরে রাজ্ঞা পৃষ্ঠে স উবাচ—তামেব কন্যাং পৃচ্ছামঃ, কোহতিপ্রায়স্তস্তাঃ ? ইতি ততশ্চ পৃষ্ঠা সাপুবাচ—যং ভবান্ সর্বোত্তমম্বেন গায়তি, স এব মম বর ইতি । ততঃ শ্রীনারদেন তৎপ্রাপ্তাবসস্তাবনায়াং দর্শিতায়ামপি জন্ম-কোটিভিরপি বরয়িষ্ঠামীতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বিবাহস্ত চ সা তৎপ্রাপ্তিসাধনমুপদিষ্টা চিরং তপস্তপ্তবতী, তদা-কাশবাণী জাতা—জন্মান্তরে ভবতী কুজিকা সতী যৎস্পর্শেন সৌন্দর্য্যং লপ্সাতে, সৌহৃৎ তব পতিঃ স্মারিতি । ততশ্চ কংসমন্ত্রিবর বৈশ্ণবগৃহে সা তথৈব জাতা, কংসেন সা প্রার্থ্যনিজগন্ধযুক্তৌ নির্দিষ্টেতি । এবম, ‘অঙ্গরাগার্পণেনাহো’ ইতি ঋথাধুনিকদৃষ্টমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ; কল্পভেদকথা ত্রয়মেবেতি বা ॥ জী০ ১০ ॥

১০ । শ্রীজীব বৈ০ তো০ দীকাব্রবাদ : কামবরং ইতি—‘কুজাকে ‘কামবর’ দিয়ে উদ্ধবের সহিত চলে গেলেন—৯ শ্লোকে ‘আমার সহিত বাস কর’ ইত্যাদি দ্বারা যে বিষয়ের প্রার্থনা করা হয়েছে তা হল ‘কামঃ’ স্বর-উপভোগ, ইহাই ‘বর’ অভিষ্ট প্রয়োজন,—এসে এসে রতি ক্রীড়া করবে, ইহাই সেই সঙ্কল্পাত্মক বর, এইরূপে এখানে শ্রীগোপীবং শুদ্ধ প্রেমবিশেষের অভাব দেখান হল—‘রাসে গোপীবাক্য—তোমার অতি সুকুমার যে চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধারণ করে থাকি ইত্যাদি’—(শ্রীভা০ ১০।৩।১১) । ইত্যাদি রীতিতে গোপীদের রাগাশ্রিকা প্রেম শুধু কৃষ্ণসুখ তাৎপর্যময়ী অর্থাৎ কৃষ্ণ সুখেই গোপীদের সুখ-স্বস্থ আকাঙ্ক্ষার গন্ধমাত্র হীন । এই কুজার তো স্বসুখ মাত্র উদ্দেশ্য । মথুরায় লক্ষ্মীসহস্রকোটির প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও-যে কুজাকে স্বীকার করলেন, ইহাতে কুজার প্রতি তাঁর পরমকৃপাই প্রকাশিত হল । আরও এখানে তার স্বাভাবিক করুণাই কারণ, এই আশয়ে—হ্যাবদঃ—সন্মান দান করাই যে তার স্বভাব । উদ্ধবেন সহ ইতি—আমার সময় যেমন উদ্ধবের সহিত এলেন, সেইরূপই যাওয়ার সময়ও উদ্ধবের সহিতই গেলেন । উদ্দেশ্য এখানে ইহাই, যথা—লোকাচার অনুসরণ করত পরমধর্মনিষ্ঠ উদ্ধবের সঙ্গে গেলে লোকের নিন্দাবাদ হবে না সৈরিক্রীর গৃহে যাওয়া হেতু । বস্তুতপক্ষে কারণ উদ্ধব পরমপ্রণয়ে বদ্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে, এরূপ ভাব । স্বপ্রায়—বস্তুদেবের অন্তর্গত । আরও সেই সেই বিষয়ে সবকিছু হয়েছে তাঁর লীলা-ইচ্ছাতেই । এই আশয়ে বলা হল সর্বেশ ইতি—সর্বেশ্বর, সর্ব যাদবের পালক হওয়া হেতু । ঋদ্ধিমং সর্ববিধ প্রিয়জন ও কৃষ্ণসেবা উপকরণ সম্পন্ন সেই গৃহ, এরূপে তথায় তাঁর গমন-উপযুক্ততা উক্ত হল ।

এ বিষয়ে এইরূপ মাথুরহরিবংশকথা শোনা যায়—পূর্বজন্মে কুজা রাজকন্যা ছিলেন । তথায় নারদের মুখ থেকে জীভগবানের গুণগান শ্রবণে তাতে জাতানুরাগ হলেন । পরে এক সময় রাজা নারদের কাছে তার কন্যার যোগ্যবরের কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন আপনার কন্যাকেই জিজ্ঞাসা

দুরারাদ্যং সমারাদ্য বিষং সর্বেশ্বরেশ্বরম্,
যো বৃণীতে মনোগ্রাহমসদ্রাং কুমনীষসৌ ॥ ১১ ॥

১১। অর্থঃ : যঃ (জনঃ) দুরারাদ্যং সর্বেশ্বরেশ্বরং (ব্রহ্মা দীনাংপি ঈশ্বরং অধিপতিং) বিষং সমারাদ্য (সম্যক্ আরাধ্য) মনোগ্রাহং (বিষয় সুখং) বৃণীতে (প্রার্থয়তি) অসদ্রাং (তস্মা ফলস্ম তুচ্ছত্বাৎ) অসৌ (জনঃ) কুমনীষী।

১১। মূল্যাবাদ : প্রসঙ্গক্রমে প্রেয়সীভাবে ভজনকারী জনদের শিক্ষা দিচ্ছেন- কৃষ্ণ ভজন করে যে জন ইন্দ্রিয় সুখ প্রার্থনা করে সে কুমনীষী, উহার ফল তুচ্ছ হয়য়া হেতু।

[কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখেই সর্বতোভাবে দৃষ্টি লক্ষণে যদি আনুসঙ্গিকভাবে, নিজেই-সুখ আসে, তবে তা দোষের হয় না,—ভক্তিমাত্রিক-কামিতায়ই সংসারধ্বংসবৎ ।]

করা যাক—ওহে তোমার অভিপ্রায় কি? এর উত্তরে কথ্য বলল, যে ভাগবানকে সর্বোত্তম বলে গান করেন আপনি, সেই আমার বর। অতঃপর শ্রীনারদের দ্বারা তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে অসম্ভাবনা দর্শান হলেও সেই কথা বললেন যদি এক জন্মে না হয় জন্মকোটর তপস্শ্রায় তাকে বরণ করব। তার এই বচন শুনে নারদ তাকে উপদেশ করলেন, বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনই হচ্ছে তার প্রাপ্তির উপায়। নারদবাক্য অনুসারে সেই কথাও বহু কাল তপস্শ্রা করলেন। তখন আকাশবাণী হল—‘তুমি জন্মান্তরে কুঁজীরূপে জাত হলে যার স্পর্শে সৌন্দর্য লাভ করবে, সেই আমি তোমার পতি হব।’ অনন্তর রাজকন্যা এই বর্তমান জন্মে কংসের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বৈশ্যের ঘরে কুঁজী রূপে জাত হলেন। কংস মন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করে কুঁজীকে নিয়ে নিজের গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত-কাজে লাগিয়ে দিলেন। এই কাজের সূত্রে কৃষ্ণাঙ্গ অঙ্গরাগ অর্পণের দ্বারা অহো তিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করলেন ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কামবরং দৃষ্টেতি মংকতৃকপূর্ণসন্তোগ এব তবাভিপ্রেতঃ, স চ মমানাস্ত্রীসত্ত্বেইপি তে সৎসত্ত্বীতি প্রতিশ্রুত্যোতার্থঃ। মানয়িত্বা তত্র তাং সম্মতাং কারয়িত্বা নিরন্তর-রমণং তু হৃদিষ্ঠং ন সম্ভবেৎ কিম্বদন্তীভয়াদিতি চোক্তাংগমঃ। গমনাগমনয়োৰুদ্ধবসাহিত্যং লোকবিতর্কীভাবায় তস্ম মহাশিষ্টশিরোমণিভেন সর্বত্র খ্যাতত্বাৎ কুজৈঃ ভূশক্তিবিভূতিজ্জৈয়া পূর্বব্যাখ্যানাৎ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। বিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : কামবরং দত্ত্বা ইতি—মংকতৃক পূর্ণ সন্তোগই তো তোমার অভিলাষ, সেও হবে, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমার অন্য স্ত্রী থাকে নাও তবে ঘ্যানয়িত্বা—তথায় অন্য স্ত্রীদের সম্মতি নিয়ে এসে, তোমার প্রার্থিত ‘নিরন্তর’ রমণ কিন্তু সম্ভব হবে না লোক-কানাকানি ভয় হেতু, এই সব বলে তাকে মানিয়ে সানিয়ে তবেই চলে গেলেন কৃষ্ণ। সাহোদ্ধাবে—লোকবিতর্ক যাতে না হয় সেই জন্য উদ্ধবসঙ্গে গমনাগমন, মহাশিষ্ট উদ্ধবের সর্বত্র প্রসিদ্ধি থাকা হেতু। এই সৈরীকীকে ভূশক্তির বিভূতি বলে জানতে হবে পূর্ব ব্যাখ্যা থেকে ॥ বি০ ১০ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকা : তদেবং তৎকথাং সমাপ্য তস্তা লৌকিককামিনীবৎ প্রতীয়মানত্বেপি নিন্দাং নিরাকুর্ব্বন প্রশংসামেব ব্যনক্তি—দুরারাদ্যমিতি । বিষুং সর্বব্যাপকং পরিপূর্ণং স্বয়ং ভগবন্তমিত্যর্থঃ, অতঃ সর্বেষামীশ্বরানাং মহৎ-শ্রষ্টাদি-পুরুষাণামপীশ্বরমাবির্ভাবাদিহেতুং । ‘সর্ববরেশ্বরম্’ ইতি পাঠে সর্বেষাং বরণীয়ানামর্থানাং মুক্তিভক্তিপর্যন্তানামীশ্বরং প্রদানসমর্থমতএব দুরারাদ্যম্ । তাদৃশমপি সমাগারাদ্য যো মনোগ্রাহঃ বস্তু বণীতে, স্বপ্রীতিজনকত্বেন প্রার্থয়তে, অসাবেব জনঃ কুমনীষী কুংসিতবুদ্ধিঃ । তত্র হেতুঃ, অসত্ত্বাৎ অতিতুচ্ছানিত্যানর্থকার্যার্থবরণাৎ । এষা তু বাঞ্ছনসাগোচরানন্দমূর্ত্তিঃ শ্রীভগবন্তমেব তাদৃশত্বেন প্রার্থিতবতীতি পরমসুবুদ্ধিরেবেত্যর্থঃ । যথৈব প্রার্থিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদেন ‘যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী । হামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ।’ ইতি বিষুপুরণে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রার্থনমপি তথৈবেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুবাদ : এইরূপে কুজার জন্মকথা শেষ করবার পর তার লৌকিক কামিনীবৎ প্রতীয়মানতায় যে নিন্দা তা দূর করবার জন্য প্রশংসাই প্রকাশ করা হচ্ছে, ‘দুরারাদ্য-তামিতি’ শ্লোকে । বিষুং—সর্বব্যাপক পরিপূর্ণ-স্বয়ং ভগবান্ । অতএব সার্বভৌমশ্রমশ্রম—সকল ঈশ্বর-গণের, মহৎশ্রষ্টাদি পুরুষদেরও ‘ঈশ্বর’ অর্থাৎ আবির্ভাবাদির হেতু । ‘সর্ববরেশ্বরম্’ পাঠে অর্থ—মুক্তি-ভক্তি পর্যন্ত সকল বরণীয় অর্থ সকলের ‘ঈশ্বরম্,’ অর্থাৎ প্রদান সমর্থ, অতএব দুরারাদ্যম্,—ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে দুঃসাধ্য । সমাগারাদ্য—সম্যক্রূপে আরাধনা করে যে ব্যক্তি মনোগ্রাহ বস্তু ‘বণীতে’ স্বপ্রীতিজনক বলে প্রার্থনা করে সেই ব্যক্তি কুমনীষী কুংসিত বুদ্ধি । তথায় হেতু অসত্ত্বাৎ—অতি তুচ্ছ, অনিত্য, অনর্থকারী বস্তু প্রার্থনা । এই কুজাতো বাক্য-মনের অগোচর আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানের কাছেই তাদৃশ প্রার্থনা করেছেন, যাদৃশ শ্রীপ্রহ্লাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়েছিলেন শ্রীনৃসিংহদেব ভগবান্, তাই কুজা পরম সুবুদ্ধি । সেই প্রার্থনা এরূপ, যথা—অবিবেকী ব্যক্তির যেরূপ বিষয়ে নিশ্চলা প্রীতি সেইরূপ প্রীতি তোমাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকা আমার হৃদয় থেকে দূর না হোক ।—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের প্রার্থনা ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : প্রসঙ্গাৎ প্রেয়সীভাবেন ভজতো জনান্ শিক্ষয়তি,—দুরারাদ্য-মিতি । মনোগ্রাহঃ স্বেদ্রিয়সুখং তেন কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখং এব সর্বথা দৃষ্টা যত্নানুসঙ্গিকং স্বেদ্রিয়সুখং স্তান্তদান দোষঃ । ভক্তিমাত্রৈককামিত্বেপি সংসারধ্বংসবদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : প্রসঙ্গক্রমে প্রেয়সীভাবে ভজনকারীজনদের শিক্ষা দিচ্ছেন । মনোগ্রাহ ইতি—কৃষ্ণ-আরাধনা করে যে জন ইন্দ্রিয় সুখ প্রার্থনা করে সে কুমনীষী । কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখেই সর্বতোভাবে দৃষ্টি হেতু যদি আনুসঙ্গিক ভাবে স্বসুখ আসে, তবে তা দোষের হয় না । ভক্তিমাত্রৈক-কামিতাতেই সংসার ধ্বংসবৎ ॥ বি০ ১১ ॥

অক্রুর-ভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ ।

কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রুর-প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১২ ॥

স তান্ নরবর শ্রেষ্ঠানারাদীক্ষ্য স্ব-বান্ধবান্ ।

প্রত্যুথায় প্রমুদিতঃ পরিষজ্যাভিনন্দ্য চ ॥ ১৩ ॥

ননাম কৃষ্ণং রামঞ্চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ ।

পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ॥ ১৪ ॥

১২। অন্নয়ঃ : সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ কৃষ্ণঃ অক্রুরপ্রিয়-কাম্যয়া কিঞ্চিং চিকীর্ষয়ন্ (কারিত্ব-মিচ্ছন্) অক্রুর ভবনং প্রাগাং (গতবান্) ।

১২। ঘুলাবুবাদঃ : অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের প্রীতি সাধনার্থে তদ্বারা কিঞ্চিং কার্য করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছায় বলদেব ও উদ্ধবের সহিত অক্রুরের গৃহে গমন করলেন ।

১৩-১৪। অন্নয়ঃ : স (অক্রুরঃ) সবান্ধবান্ তান্ নরবরশ্রেষ্ঠান্ আরাং (দূরতঃ এব) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রমুদিতঃ (হৃষ্টসন্) প্রত্যুথায় পরিষজ্যা (আলিঙ্গ্য) অভিনন্দ্য চ কৃষ্ণং রামং চ ননাম [ততঃ] সঃ (অক্রুরঃ) অপি তৈঃ (কৃষ্ণাদিভিঃ) অভিবাদিতঃ কৃতাসনপরিগ্রহান্ (কৃতঃ আসন পরিগ্রহ যৈঃ তান্) বিধিবৎ (যথাবিধি) পূজয়ামাস ।

১৩-১৪। ঘুলাবুবাদঃ : তদীয় পাণ্ডবদের প্রতি কৃষ্ণের চরিত্রের সৌহৃদ্যাংশ প্রকাশ করেই অক্রুর-ভবনে যাওয়া হেতু প্রথমতঃ অক্রুরেরও তাদৃশ ভাব জাঙ্ক হল, উহাই বলা হচ্ছে, যথা—

শ্রীঅক্রুর নরবর শ্রেষ্ঠ স্ব-বান্ধব শ্রীরামকৃষ্ণ ও উদ্ধবকে দূর থেকে দেখে এগিয়ে গিয়ে তাঁদিকে আলিঙ্গনপূর্বক অভিনন্দন জানালেন ।

পশ্চাৎ-অতিথি-সংকার সাধনে ভক্তি-অংশ-অবলম্বিত স্বভাবোদয়ে ঐশ্বর্যক্ষুতি হলে সেই ক্রমানু-সারে কৃষ্ণ-রামকে প্রণাম করলেন, আর উদ্ধবকে বন্ধু-উচিত সম্মান দেখালেন । পরে কৃষ্ণাদি কর্তৃক অভিবাদিত হওয়াত অক্রুর মহাশয় আসনোপবিষ্ট তাঁদিকে যথাবিধি পূজা করলেন ।

১২। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : শ্রীসৈন্ধব্য ইবাকুরায়াপি দত্তং বরং সম্পাদয়ন্তদগ্ংহং গত ইত্যেতদংশেন প্রসঙ্গসাজাত্যলীলাক্রমাচ্চাহ - অক্রুরেতি । রামোদ্ধবভ্যাং সহিত ইতি, আর্য্যসমধিত ইতি ভগবতা পূর্বে তথাজীকারাং, তথাগ্রজং বিনা স্বাতন্ত্র্যেণ তাদৃশকার্য্যবিধানানৌচিত্যাদ । রাম-সাহিত্যমুদ্ধবসাহিত্যঞ্চ সর্বত্রৈব তস্ম তদনুগত্যাং কার্য্যবিশেষনির্দ্ধারণার্থং মন্ত্রিবরসাপেক্ষত্বাচ্চ ॥ জীঃ ১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদঃ : শ্রীকুজার মতোই অক্রুরকেও যে বর দেওয়া হয়েছিল তা সম্পাদনের জন্ত তার গৃহে গেলেন,—এই অংশে প্রসঙ্গ সাজাত্য ও লীলাক্রম হেতু বলা হচ্ছে—‘অক্রুর-ভবনং’ ইত্যাদি ১২ শ্লোক । সহরামোদ্ধব—বলরাম ও উদ্ধবের সহিত অক্রুর ভবনে গেলেন, পূর্বে

অক্রুরের কাছে আর্ষসমর্পিত হয়ে যাওয়ার কথাই অঙ্গীকার করা হেতু, তথা অগ্রজ বিনা সাতত্বাভাবে তাদৃশ কার্য-বিধান উচিত না হওয়া হেতু। বলরামের সাহিত্য ও উদ্ধবের সাহিত্য, একই সঙ্গে উভয়ের সাহিত্যের কারণ ছোট ভাইয়ের রক্ষী হিসাবে অনুগামী হয়ে চলাই বলরামের নিয়ম যশোমার আদেশে, আর কার্যবিশেষ নির্দ্ধারণের পরমর্শের জ্ঞাত মন্ত্রিবর উদ্ধবের সাপেক্ষতা ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : অক্রুর-প্রিয়কাম্যায়ৈব কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ দাসস্ত স্ববিষয়কপ্রভু-
দেশৈশ্চৈব প্রিয়তমমনাং ॥ বি০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুদ : অক্রুর-প্রিয়কাম্যায়—অক্রুরের প্রিয় কামনা করেই তাকে দিয়ে কিঞ্চিৎ চিকীর্ষয়ন্,—করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছায়—কারণ দাস প্রিয়মাননা করে স্ববিষয়ক প্রভু-
আদেশই ॥ বি০ ১২ ॥

১৩-১৪। শ্রীজীব০ বৈ০ ভো০ টীকা : শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পাণ্ডবীক্স সৌহৃদ্যাংশং প্রকাশ্যেব তত্র গতত্বাৎ প্রথমতোইক্রুরস্তাপি তাদৃশো ভাবো জাত ইত্যাহ—স ইতি, নরবরেষু শ্রেষ্ঠান্। আরান্তদর্থং প্রায়শ্চন্দ্রশালিকাত্যপবিশ্য স্থাপয়িত্বা দূরাদেব স্বয়ং বিলোকা প্রমুদিতঃ সন্ প্রত্যাখ্যায় প্রত্যাগম্য চেতি জ্ঞেয়ম্। ততঃ পরিশ্রজা শুভাশংসনাদিনাভানন্দং। অভিনন্দ্য চেতি পাঠে যুগ্মকম্।

পশ্চাদাতিথ্যকরণে ভক্ত্যাংশমবলম্ব্য স্বভাবোদয়েনৈশ্বৰ্য্যক্ষুৰ্ত্তিস্তদনুক্রমেণৈব কৃষ্ণং রামঞ্চ ননামেত্য-
বয়ঃ। উদ্ধবন্ত ‘বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্য’ (শ্রীভা ১১।১১।১৪) ইত্যনেন বন্ধুচিতমেব সচ্চকারেতি জ্ঞেয়ম্।
তত্রাপি পূৰ্ব্বযুক্ত্যা তৈঃ শ্রীকৃষ্ণাদিভিরভিনন্দিত এব। অভিবাদিত ইতি পাঠান্তরম্।

॥ জী০ ১৩-১৪ ॥

১৩-১৪। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুদ : শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পাণ্ডবীক্স সৌহৃদ্যাংশ প্রকাশ
করেই অক্রুর ভবনে যাওয়া হেতু প্রথম থেকেই অক্রুরেরও তাদৃশ ভাব জাত হল, তাই বলা হচ্ছে, ‘স তান্
ইতি’—সেই ভাবে ভাবিত হয়ে অক্রুর কৃষ্ণকে নরবর-শ্রেষ্ঠ রূপে দেখলেন। আরান্ত—দূর থেকে দর্শনের
জ্ঞাত প্রায়ই চন্দ্রশালিকাদিতে বসেন, তাই দূর থেকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অভিবাদনের জন্য
উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য স্বয়ং নিকটে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে। অতঃপর পরিশ্রজা—
আলিঙ্গন করত শুভেচ্ছাদি দ্বারা অভিনন্দন জানালেন।

পরে অতিথিসেবা সাধনে ভক্তি-অংশ অবলম্বিত স্বভাব উদয়ে ঐশ্বৰ্য্য ক্ষুৰ্ত্তি হলে সেই অনুক্রমে
কৃষ্ণ ও রামকে প্রণাম করলেন। উদ্ধবকেও “বৈষ্ণবে বুদ্ধিতে স্বীয় বন্ধুর মতো আসক্তিপূর্বক সম্মানের
সহিত”—(শ্রীভা০ ১১।১১।১৪) এ শ্লোকানুসারে বন্ধু উচিতই সম্মান দেখালেন, এরূপ বুঝতে হবে। কৃষ্ণাদি
কর্তৃক অভিবাদিত হওয়ায় অক্রুর মহাশয় আসনে উপবিষ্ট তাদিগকে যথাবিধি পূজা করলেন।

॥ জী০ ১৩-১৪ ॥

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ন্ শিরসা নৃপ ।

অহ'ণেনাস্বরৈর্দিবৈর্গন্ধশ্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ ॥

অর্চিত্বা শিরসানম্য পাদাবল্লগতো মৃজন্ ।

প্রশ্রয়াবনতোহক্রুরঃ কৃষ্ণ-রামাবভাষত ॥ ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬ । অন্নয়ঃ [হে] নৃপ ! পাদাবনেজনীঃ (তয়ো পাদপদ্ম-প্রক্ষালনীঃ) আপঃ [আ + অপঃ] অপঃ (জলানি) শিরসা আ (সর্বতঃ) ধারয়ন্ অহ'নেন (অহ'ণ দ্রব্যেন) দিবৈঃ অস্বরৈঃ (বসনৈঃ) গন্ধশ্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ অর্চিত্বা শিরসা আনম্য অল্লগতো (স্বীয় ক্রোড়ে ধৃতো পাদৌ মৃজন্ (মর্দয়ন্) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়নম্র সন্) অক্রুরঃ কৃষ্ণরামৌ অভাষত ।

১৫-১৬ । মূল্যাবুবাদঃ হে নৃপ ! শ্রীঅক্রুরঃ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রক্ষালন জল ভক্তি সহকারে মস্তকে ধারণ পূর্বক দিব্য বসন-গন্ধ মালা-উত্তম ভূষণরূপ পূজোপকরণে পূজা করত অবনত মস্তকে প্রণাম করে স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপিত কৃষ্ণরামের চরণ এক এক করে সম্বাহন করতে করতে বিনয়াবনত হয়ে তাঁদিকে বলতে লাগলেন ।—

১৫-১৬ । শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : পাদেতি যুগ্মকম্ । পাদৌ অবনিজ্যোতে অবনিক্তে যাতিস্তাঃ । ধারয়ন্নিতি সামীপ্যে বর্তমানবদ্য । অহ'ণেন চতুর্বিধান্নতাস্মূলপর্য্যন্তেনাহ'ণদ্রব্যেণ তদনন্তরং পূর্ব'তোহপ্যপূর্ব'াস্বরাতিশিচার্চয়িত্বা শিরসানম্য পাদসম্বাহনারন্তে 'ভক্ত্যা তৌ শিরসা স্পৃষ্ট্বা পাদৌ' ইতি শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ সহ বিশ্রান্তয়োরেকমেকমিত্যর্থঃ, তথাভিপ্রেতৌব শ্রীকৃষ্ণেন তথা বিশ্রান্তত্বাৎ । মৃজন্ সম্বাহয়ন্নিত্যর্থঃ । শ্রীকৃষ্ণরামাবুত্তানশায়িনৌ ॥ জী. ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬ । শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদঃ পাদেতি যুগল শ্লোক । পাদৌ প্রক্ষালন জল সর্বতোভাবে মস্তকে ধারণ করত অহ'ণেন—চতুর্বিধ অন্ন থেকে তাস্মূল পর্যন্ত পূজা-উপকরণ, তারপর পূর্বের থেকেও অপূর্ব বসন-ভূষণাদি দ্বারা পূজা করত পায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন, বিগতশ্রম কৃষ্ণ রামের পাদসম্বাহন আরম্ভে । কৃষ্ণরাম একই সঙ্গে বিশ্রাম লাভ করলেও এক এক করে পাদসম্বাহন করলেন—তথা অভিপ্রায়েই কৃষ্ণ সেই ভাবেই স্বভক্তের প্রীতির জন্য পাদপ্রসারণ করলেন । মৃজন্-সম্বাহন করলেন উত্তানশায়ী কৃষ্ণরামকে ॥ ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : আ সর্বতঃ অপঃ শিরসা শিরসি ধারয়ন্ । মৃজন্,—হস্তাভ্যাং মৃহুমর্দনে সম্বাহয়ন্ ॥ বি. ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ পাদাবনেজনীরাপো—[পাদৌ + অবনিজ্যোতে-প্রক্ষালেতে যাতিঃ তাঃ) + 'আপঃ'—আ = সর্বতঃ + অপঃ = জলানি] কৃষ্ণরামের পা ধোয়া জল অক্রুর মস্তকে ধারণ করলেন ।

মৃজন্,—স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপিত রামকৃষ্ণের চরণদ্বয় মৃহুমর্দনে সম্বাহন করলেন ॥ বি. ১৫-১৬ ॥

দিষ্টা পাপো হতঃ কংসঃ সান্নগো বামিদং কুলম্ ।

ভবন্ত্যামুদ্বৃত্তং কুচ্ছাদদুরন্তাচ্চ সমেধিতম্ ॥ ১৭ ॥

যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ভেদু জগন্ময়ৌ ।

ভবন্ত্যাং ন বিনা কিঞ্চিং পরমন্তি ন চাপরম্ ॥ ১৮ ॥

১৭-১৮ । অন্নয় : দিষ্টা (ভাগ্যেন) সান্নগঃ পাপঃ কংসঃ হতঃ [অভূৎ] বাং (যুবয়োঃ) ইদং কুলং ভবন্ত্যাং দুরন্তাং (অপারাং) কুচ্ছাং (কষ্টাং) উদ্বৃত্তং (রক্ষিতং) সমেধিতং চ (সমৃদ্ধিং প্রাপিতক্লেংত্যাং)

যুবাং প্রধান-পুরুষৌ (প্রধানং পুরুষশ্চ) [পুরুষদ্বাং] জগদ্ভেদু, [প্রধানদ্বাং] জগন্ময়ৌ ভবন্ত্যাং বিনা পরং (কারণম্) অপরং চ [কার্যাক্ষ] কিঞ্চিং [বস্ত] ন অস্তি ।

১৭-১৮ । মূল্যাবাদ : পাপাত্মা কংস অন্নচরদের সহিত নিহত হয়েছে, এ পরমানন্দের বিষয় । আপনাদের এই কুল আপনাদের দ্বারা অপর দুঃখসাগর থেকে উদ্ধৃত ও বিচিত্র ধনজনবৈভবে সমৃদ্ধিমান হয়েছে ।

এই কুলের কথামাত্রই বলবার কি আছে, এই জগতও আপনাদের দুজনের, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

আপনারা দুজন বহিরঙ্গা শক্তি ও অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা প্রধান ও পুরুষ হয়ে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হয়ে থাকেন । অতএব এই অংশদ্বয়ের দ্বারাই জগৎ-তাদাত্ম প্রাপ্ত হয়ে স্থিত রয়েছেন । অতএব আপনাদের ব্যতিরেকে জগতের অপর কারণ-কার্য কিছুই নেই ।

১৭-১৮ । শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : সমাগেধিতক্লেং বিচিত্রবৈভবৈঃ বাং যুগ্মদীয়মিতি তদ্যুক্তমেবেত্যর্থঃ ।

ইদং কুলং বা কিমুচ্যতে, জগদপি যুগ্মদীয়মেবেত্যাং—যুগ্মমিতি । একস্তাপীশ্বরস্ত দ্বিধাবির্ভাবাদ্ভিহ্নে নিদর্শনঃ বহিরন্তরঙ্গশক্তিভ্যাং প্রধানপুরুষৌ সন্তৌ জগদ্ভেদু-জগদুপাদাননিমিত্তকারণে, অতএব তাভ্যামেবাংশাভ্যাং জগন্ময়ৌ তত্তাদাত্ম্যেনাপি স্থিতিবিত্যর্থঃ । তথা চৈকাদশে (২৪।২-৩)—‘আসীজ-জ্ঞানমথো হর্থ একমেবাবিকল্পিতম্’, ‘তন্মায়াকলরূপেণ দ্বিধা সমভবদ্ব্যং’ ইত্যাদি । অতো ভবন্ত্যাং বিনা ভূতং ভিন্নং কারণং কার্যাক্ষ কিঞ্চিনাস্তি ইতি জগদেব যুগ্মাত্ম্যুকার্য্যং সমেধ্যং চেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮ । শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ : সমাগেধিতক্লেং—আপনাদের কুল বিচিত্র বৈভবের দ্বারা সমাক্ রূপে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েছে । ইহা যুক্তিযুক্তই ।

এই কুলের কথাই বা বলবার কি আছে, এই জগতও আপনাদের দুভাইয়েরই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যুগ্মমিতি । ঈশ্বর এক হলেও তাঁর দুই রূপে আভির্ভাব হেতু দ্বিচনে নিদর্শন । আপনারা দুজনে বহিরঙ্গাশক্তি ও অন্তরঙ্গাশক্তি দ্বারা প্রধান পুরুষ হয়ে জগৎহেতু—জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ

আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমদ্ব্যবিশ্ব স্ব-শক্তিভিঃ ।

ঈয়তে বহুধা ব্রহ্মান্ শ্রুত-প্রত্যক্ষগোচরম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। অন্নয়ঃ [হে] ব্রহ্মান্ । স্বশক্তিভিঃ আত্মসৃষ্টং ইদং বিশ্বমদ্ব্যবিশ্ব (কারণভ্যাং অননু-প্রবিষ্টোইপি অনুপ্রবিশ্ব ইব স্থিতঃ) [ভবান্] শ্রুত-প্রত্যক্ষগোচরং [যথা ভবতি তথা] বহুধা ঈয়তে (প্রতীয়তে) ।

১৯। মূলোববাদঃ : একই ভগবান্ জগৎরূপে নানাবিধ হন, ইহাই উক্ত হচ্ছে, যথা—

হে ব্রহ্মান্ ! আপনি নিজ রজ-আদি শক্তিদ্বারা স্বকার্য এই বিশ্বে প্রবেশ করত অবস্থিত । আপনাকে দেবগন্ধর্বাди ও মনুষ্য-গবাদি বহু রূপে অবগত হওয়া যায়, যেহেতু এই বিশ্ব শ্রবণ দর্শন-বিশয়ী-ভূত ।

হয়ে থাকেন, অতএব এই অংশদ্বয়ের দ্বারাই জগন্মায়ো—জগন্ময় অর্থাৎ জগৎ-তাদাত্ম প্রাপ্ত হয়ে স্থিত রয়েছেন ।—এরূপই একাদশে দেখা যায়—“যুগারম্ভে সমগ্রজ্ঞান ও নিখিল জ্ঞেয় বিষয় নির্বিকল্প একরূপে দেখা যায় ।”—“সেই বৃহৎব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, মায়া বহিরঙ্গা শক্তি দৃশ্য ফল ও কলভোক্ত স্বীয় চিৎকণ তটস্থা শক্তিরূপে দ্বিবিধ হলেন, তাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে “নির্বিকল্পিতং ইত্যাদি ।”—শ্রীভাঃ ১১।২৪।২-৩) । অতএব ভবন্ত্যাং বিবা—আপনাদের ছাড়া অপর কারণ-কার্য কিছুই নেই । তাই আপনারাই জগৎ-উদ্ধারণ কর্তা, আপনারাই জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলার যোগ্য ॥ জীঃ ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : ইদং কুলং বামিতি কিমুচ্যতে জগদপি যুষ্মদীয়মিত্যাহ,—যুবা়মিতি । একান্তাপীঠরস্তু দ্বিধাবির্ভাবাদ্ দ্বিভেদ নির্দেশঃ । তেন ত্বমেব প্রধানং ত্বমেব পুরুষ ইত্যর্থঃ জগদ্বৈত জগন্ময়্যাবিতি ত্বমেব কারণং ত্বমেব কার্যমিত্যর্থঃ । এতদেব ব্যতিরেকণাহ, - ভবন্ত্যামিতি পরং কারণমপরং কার্যম্ ॥ বিঃ ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : এই কুল যে আপনাদের দ্বারা রক্ষিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েছে, এতে আর বলবার কি আছে, এ জগত তো আপনাদেরই, এই আশয়ে—যুবাং ইতি । এবই ঈশ্বরের দ্বিধা আবির্ভাব হেতু দ্বিভাবের নির্দেশ । তাই আপনিই প্রধান ও আপনিই পুরুষ । ‘জগদ্বৈত জগন্মায়ো’—আপনিই কারণ, আপনিই কার্য । ইহাই ব্যতিরেক মুখে বলা হচ্ছে, ভবন্ত্যাং ইতি আপনাদের ছাড়া অপর কিছুই পরঃ—কারণ, অপঃ—কার্য নেই ॥ বিঃ ১৭-১৮ ॥

১৯। শ্রীজীবঃ বৈঃ তোঃ টীকা : তাদৃশতংকার্যস্তু বিশ্বস্ত তদব্যতিরেকণ তদভিন্নতঃ সাধয়ন্ পুনরন্তর্যামিতয়া তদ্ব্যাপ্তত্বেন চ সাধয়তি—আয়েতি । শ্রুতং প্রত্যক্ষঞ্চ গোচরো যস্ত তাদৃশং যথা স্তাদিত্যজহল্লিঙ্গস্তাপি নপুংসকত্বম্ ॥ বিঃ ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীবঃ বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদ : তাদৃশ পরব্রহ্মস্বরূপ আপনার কার্য বিশ্বের আপনি ছাড়া যে অঃ কারণ-কার্য কিছুই নেই, তা স্থাপন করার পর সেই পরমেশ্বর আপনার পুনরায়

যথাহি ভূতেষু চরাচরেষু
মহ্যাদয়ো যোনিষু ভাস্তি নানা।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনি-
স্বাত্মাত্মতত্ত্বো বহুধা বিভাতি ॥ ২০ ॥

২০। অল্পন্নঃ : [ন তু মহ্যাদিবং বিকারীত্যাহ যথেন্তি] যথা হি যোনিষু (স্বসৈব রূপান্তরেণ অভিযুক্তি স্থানেষু) চরাচরেষু (স্থাবর জঙ্গমেষু) ভূতেষু (ভৌতিক পদার্থেষু নানা ভাস্তি (বহুধা প্রকাশন্তে এবং [তথা] কেবলঃ (শুদ্ধঃ অচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতঃ) আত্মতত্ত্বঃ (স্বতত্ত্বঃ) আত্মা (সর্বান্তর্ধ্যামী) ভবান্ আত্মযোনিষু (আত্মাভিব্যক্তি স্থানেষু নরমৃগাদি শরীরেষু বাল্যযুবাণুবস্থাসু চ) বহুধা বিভাতি ।

২০। মূল্যাবুদাদঃ : ক্ষিতি-অপ প্রভৃতি মহাভূতাদি কারণসমূহ যেমন স্বীয় রূপান্তরপরিণত স্থাবর-জঙ্গমাশ্লক ভৌতিক পদার্থসমূহে বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং সর্বান্ত-ধ্যামী হয়েও আপনি লীলার্থ নিজ অভিব্যক্তি স্থল নরমৃগাদি শরীরে বাল্য-যৌবনাদি অবস্থায় নানারূপে প্রতীত হয়ে থাকেন ।

অন্তর্ধানী রূপে বিশ্ব-বাপ্তিহ স্থাপন করা হচ্ছে, আয়েতি । [বলদেব—বহুধা ঈয়তে—এই বিশ্বের অন্তর্ধানীরূপে আপনি বহুরূপে প্রতীয়মান হন ।] ঋত-প্রত্যক্ষঃ—শ্রবণ-দর্শন-বিষয়ীভূত হন ।

॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুস্বাখ্য টীকা : এক এব ভগবান্ জগৎরূপে নানা ভবতীত্যাহ,—আত্মস্বষ্টঃ স্ব-কার্যং বিশ্বমিদমম্বাবিশ্চ অত্র প্রবিশ্চ স্থিত ইত্যর্থঃ বহুধা দেবগন্ধর্বাদিরূপেণ মনুষ্যগবাদিরূপেণ চ ঈয়তে অবগম্যতে । যতো বিশ্বমিদং ঋতপ্রত্যক্ষ-গোচরং শ্রবণদর্শনবিষয়ীভূতং ক্রীবক্ষ্যমার্ষম্ ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুস্বাখ্য টীকাবুদাদঃ : একই ভগবান্ জগৎরূপে নানাবিধ হন, সেই কথাই বলা হচ্ছে—আত্মসৃষ্টাশ্লিদং—স্বকার্য এই বিশ্বে অম্বাবিশ্ব—প্রবেশ করত অবস্থিত । বহুধা—বহুরূপে অর্থাৎ দেব-গন্ধর্বাদি রূপে ও মনুষ্যগবাদি রূপে অবগত হওয়া যায় । যেহেতু এই বিশ্ব ঋত-প্রত্যক্ষ গোচরং—শ্রবণ দর্শনবিষয়ীভূত ॥ বি০ ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : ন তু মহ্যাদিবদ্বিকারীত্যাহ—কেবলঃ শুদ্ধঃ অচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিত ইত্যর্থঃ ; অতএব আত্মতত্ত্বঃ স্বতত্ত্বঃ ॥ জী০ ২০ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদাদঃ : 'মহি' অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি কার্যে আদি কারণ-সমূহ যেমন নানারূপে প্রতীভাত হয়, আপনি কিন্তু সৈক্য বিকারী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল নন । আপনি কেবলঃ—শুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তিতে বিকারশূন্য, অতএব আত্মতত্ত্বো—স্বতত্ত্ব ॥ জী০ ২০ ॥

স্বজন্তুথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং

রজন্তমঃসদ্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ ।

ন বধ্যসে তদগুণকর্মভির্ক্সা

জ্ঞানাত্মনস্তে ক চ বন্ধহেতুঃ ॥ ২১ ॥

২১। অর্থঃ : অথ (অনন্তরং) স্বশক্তিভিঃ রজন্তমঃ সদ্বগুণৈঃ বিশ্বং স্বজসি লুম্পসি (হরসি) পাসি (রক্ষসি) তদগুণ কর্মভিঃ ন বধ্যসে জ্ঞানাত্মনঃ (জ্ঞানস্বরূপস্ত) তে (তব) বন্ধহেতুঃ [অবিজ্ঞা] ক (কুত্র ? জীবসোব তব সব নাস্তিত্যর্থঃ) ।

২১। মূলানুবাদ : যদি বলা হয়, বেশতো তা হোক, কিন্তু অচিন্ত্য শক্তি হেতু উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হয়েও অবিকারী কি করে হল্যম ? ঈক্ষণাদি চেষ্টাময় সৃষ্টিকার্যাদি থাকায় কেনই বা তদুদ্বারা বন্ধন হবে না ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—

অনন্তর আপনি স্বীয় শক্তি রজঃ-তমঃ-সদ্বগুণদ্বারা এই জগৎ সৃজন-পালন-বিলীন করে থাকেন । সেই গুণ, কর্ম ও রজঃ প্রভৃতি গুণমূলক সৃষ্টি আদি ব্যাপার সমূহে আপনি বন্ধ হন না । সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম আপনার বন্ধন হেতু যে অবিজ্ঞা, তা কোথায় ? অর্থাৎ জীবের দ্বায় আপনার উদ্বাহ নেই ।

২০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : একস্মৈব নানারূপে সদৃষ্টান্তমাহ,—যথা ভূতেষু ভৌতিক-শরীরেষু চরাচরেষু যোনিষু জাতিষু মহাদয়ো হেতবো নানা ভূত্বা ভাস্তি । এবং কেবল এক এব আত্মায়োনিষু আত্মাভিব্যক্তিস্থলেষু আত্মা ভবান্ বহুধা বিভাতি । আত্মতত্ত্বঃ স্বতত্ত্বঃ ॥ বিং ২০ ॥

২০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : একেরই নানারূপে সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে—যথা ভূতেষু—ভৌতিক শরীরে চরাচরেষু যোনিষু চরাচর জাতিতে ক্ষিতি-অপাদি হেতু সমূহ নানারূপে প্রতিভাত এবং—তথা কেবল—এক আত্মতত্ত্বঃ—স্বতত্ত্ব আত্মা ভবান্,—আপনি আত্মায়োনিষু স্বীয় অভিব্যক্তি স্থলে বহুরূপে প্রকাশ পান ॥ বিং ২০ ॥

২১। শ্রীজীব বৈং ভোং টীকা : নহু ভবচ্চিন্ত্যশক্তিহাচ্চিন্ত্যামণ্যস্কাভিব্যুপাদাননিমিত্তেইপ্যবিকারিত্বং ; কথং নাম বীক্ষণাদিচেষ্টাময়সৃষ্ট্যাদিকং ? কথং বা তেন ন বন্ধঃ ? তত্রাহ স্বজসীতি । সিদ্ধান্তমাহ—জ্ঞানাত্মনঃ চিহ্নক্তিবিলাসমাত্র প্রযত্নস্ত মায়াবিলাসোইপি যন্তব প্রযত্নঃ প্রতীয়তে, সোইপি তৎসম্বন্ধেনৈবেত্যর্থঃ । এতদ্ব্যক্তং ভবতি—মায়িক প্রপঞ্চোইপি চিহ্নক্তিবিলাসাত্তত্ত্বজ্ঞানাদিরূপা অনুগতা দৃশ্যন্তে । তথা চৈকাদশে (২৫।২৭)—‘সাত্ত্বিক্যাখ্যাগ্নিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী । তামসশ্রদ্ধেঁ যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিগুণা ’ ॥ ইত্যাদি । ততো মায়িবৈভবাত্তর্গত মাংসবৃত্তজন্যমেব বীক্ষণাদিবাং বুদ্ধতি ত্রয়ানুশঙ্গিকমেবাসৃষ্ট্যাদিকং ভবতীতি । পাসীতি পশ্চান্নির্দেশস্তত্ত্ব তৎকালিকত্বেন দৃষ্টান্ততয়া বিজ্ঞাসাং ।

যথোক্তং প্রথমে (৮২০) শ্রীকৃষ্ণা—‘তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্ । ভক্তিয়োগবিধানার্থং
কথং পশ্যেম হি শ্রিয়ঃ ॥’ ইতি, তদেবঃ মায়াবিলাস এব বিকারিত্বং, ন তু চিহ্নজিবিলাসে, তত্র
তন্নিষেধাৎ ; যথোক্তং দ্বিতীয়স্কন্ধে (৯১০) বৈকুণ্ঠবর্ণনে—‘ন যত্র মায়া’ ইতি, ‘ন চ কালবিক্রমঃ’
ইতি চ । তথা মায়াবিলাসানাং সত্ত্বঃ তেন ন বন্ধঃ, ততো ন দোষ ইতি ভাবঃ । জী০ ২১ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুবাদ : পূর্বপক্ষ, যদি বলা হয়, বেশ তো তা হোক,
কিন্তু অচিন্ত্য শক্তি হেতু চিন্তামণি ও অয়স্কাস্তাদির মতো উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হয়েও
অবিকারী কি করে হলাম? ঈক্ষণাদি চেষ্টাময় সৃষ্টিকার্যাদি থাকায় কেনই বা তদ্বারা বন্ধন হবে না?
এরই উত্তরে বলা হচ্ছে সৃজসীতি ।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত উক্ত হচ্ছে,—জ্ঞানাত্মনঃ—চিৎশক্তির লীলামাত্র, প্রবৃত্তির মায়াবিলাস,
যা আপনার প্রযত্ন বলে অনুমিত হয়, তাও জগৎ কারণ আপনার সম্বন্ধে হতেই পারে না । ইহা
একাদশে উক্ত আছে, যথা—“আত্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্মবিষয়িনী
শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িনী শ্রদ্ধা নিগুণা ।” (ভা, ১০।২৫।২৭) ।
অতঃপর মায়িক বৈভবাস্তুর্গত সাধক ভক্তজনের জন্যই ঈক্ষণাদি করে থাকেন—এরই আনুসঙ্গিকভাবেই
অনুসৃষ্টাদি হয়ে থাকে । ‘সৃজন-পালন-হরণ’ না বলে ‘সৃজন, হরণ’ বলবার পর পাসি—পালন
শব্দের নির্দেশ, তৎকালিক বলে দৃষ্টান্ত রূপে উহার বিন্যাস হেতু ।—সাধক ভক্তদের জন্যই যে ঈক্ষণাদি
করে থাকেন, তা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে পাওয়া যায়, যথা—“আত্মানাম্ বিবেকী মননশীল নিবৃত্তিরাগ
পুরুষগণও তোমাকে জানতে পারে না, অতএব ভক্তিয়োগ বিধানার্থ অবতীর্ণ তোমাকে আমাদের হ্রায়
স্বীজাতি কি প্রকারে জানতে পারবে ।”—(শ্রীভা০ ১।৮ ২০)—এইরূপে দেখা যাচ্ছে, মায়া বিলাসেই
বিকারিত্ব, চিৎবিলাসে বিকারিত্ব নেই, তথায় ইহা নিষেধ থাকা হেতু । যথা দ্বিতীয় স্কন্ধে বৈকুণ্ঠ
বর্ণনে উক্ত আছে—“যথায় মায়া নেই এবং কাল বিলম্বও নেই ।” তথা মায়া-বিলাস-অনাসক্তি
হেতু তার দ্বারা বন্ধনও নেই । অতএব দোষ নেই, একরূপ ভাব । জী০ ২১ ॥

[শ্রীবলদেব—সৃজন-পালন-হরণ কর্ম করলেও আপনার বন্ধন হয় না জীবের মতো । বন্ধন
হয় না কে? এরই উত্তরে, জ্ঞানাত্মনঃ—অসঙ্কুচিত সার্বজ্ঞ আপনার জীবৎ বন্ধনের হেতু সেই
অভিমান নাই, সূর্যের মধ্যে অন্ধকার কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না ।]

২১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অতঃস্বমৈকো জগদীশ্বর ইত্যাহ,—সৃজসীতি । তত্তদভিধৌস্তৈশ্চৈগৈ-
স্তৈস্তৈঃ কর্মভিশ্চ জীব ইব বৎ ন বধ্যসে । নহু কুতোইহং ন বধ্যোত্তরাহ,—জ্ঞানাত্মনঃ জ্ঞানস্বরূপস্ত পরব্রহ্মণ
প্তব বন্ধহেতুরবিদ্যা ক? জীবস্তেব তব সা নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

দেহাভ্যুপাধেরনিক্রপিতত্বা-

ভুবো ন সাক্ষান্ন ভিদাশ্চনঃ স্যাৎ ।

অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ

স্মাতাং নিকামস্তয়ি নোহবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

২২। অর্থঃ : [নহু মে যদি অবিদ্যানাস্তি তদাশ্চদেহোইয়ং অবিদ্যাকঃ কুতঃ আয়াতঃ ? তত্রাহ—দেহাদীতি]

তব দেহাভ্যুপাধে: অনিক্রপিতত্বাং (দেহাদিক্রুপাধিরাবিদ্যাক ইতি কৈরপি শাস্ত্রজ্ঞৈঃ ন নিক্রপিতঃ) [অতএব তব] ভবঃ (জীববৎ সংসারঃ জন্ম বা) ন স্যাৎ [তব দেহাদেক্রুপাধিত্বা ভাবাং], (সাক্ষাং জীববৎ পৈতৃকধাতুকধাতুসম্বন্ধং জন্ম ন স্যাৎ) [কিন্তু আবির্ভাবাত্মকমেব জন্ম ভবেৎ, তথা] আশ্চনঃ (দেহাং) ভিদা (ভিন্নত্বং) [জীবশ্চৈব তব] ন [স্যাৎ, তদেহোইপিহমেব] অতো তব ন এব বন্ধঃ ন এব মোক্ষঃ [স্তঃ ইতিচেৎ] স্মাতাং [তৌ তু তে ন নিষেধোতে, কুতঃ] স্তয়ি [সম্বন্ধঃ স মোক্ষশ্চ], নঃ (অস্মাকং ভক্তানাং) নিকামঃ (অভিষ্টএব, ধোয়ত্বাং) [যতঃ] বিবেকঃ (জ্ঞানরূপঃ নহবিদ্যাপূর্বকঃ) ।

২২। মূলানুবাদ : কৃষ্ণ যদি বলেন, আমার যদি অবিদ্যা না থাকবে, তাহলে এই অবিদ্যাক আশ্চদেহ কোথেকে এস ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—

আপনার দেহাদি উপাধি অবিদ্যাক, একরূপ কোনও শাস্ত্রজ্ঞের দ্বারাই নিক্রপিত হয়নি, অতএব আপনার জন্ম জীববৎ পৈতৃকধাতুকধাতু সম্বন্ধে নয়। তথা জীবের মত আপনার দেহ-দেহী ভেদ নেই। আপনার জন্ম আবির্ভাবাত্মক। অতএব আপনার বন্ধন ও মুক্তি নেই। উল্লেখ-কালিয়হুদে— যা দেখা যায় উহা তো আপনার তত্ত্বজ্ঞান প্রসূত হওয়া হেতু ভক্ত আমাদের অতীষ্টই, ধোয় হওয়ায়।

২১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : অতএব আপনই অদ্বিতীয় জগদীশ্বর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— সত্ত্ব-রজঃ তমঃ নামক গুণে ও সেই সেই কর্মের দ্বারা জীববৎ আপনি বন্ধনে পড়েন না। কেন আমি বন্ধনে পড়ি না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, — জ্ঞানাত্মনঃ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম আপনার বন্ধনহেতু যে অবিদ্যা তা কোথায় ? জীবের ন্যায় আপনার উহা নেই। বিং ২১।

২২। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : দেহত্ব তৈব্যাখ্যাতম্ । তত্রৌলুথলে বন্ধশ্রবণাৎ নরাকৃতিমূর্ত্তৌ সংসারবন্ধোইপি সম্ভাবাতে, যমুনাহুদে দৃষ্টদেবাকৃতিমূর্ত্তৌ তদুদৈশ্বর্যসামগ্রী-দর্শনাৎ । ততো মুক্তত্বক প্রতীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ, অনুরূপিতবাদনির্বচনীয়ত্বাদিতার্থঃ । যদ্বা, যদি বা স্মাতাং তাদৃশৌ, তদা নোইস্মাকং প্রিয়বর্গাণাং নিতরাং কাম এব তৌ দৌ তব স্মাতাম্ । প্রেমজ্ঞাতি-বিশেষোচিত-মনোরথ-বিশেষং প্রাপ্যৈব তাদৃশৌ লীলাস্তবোদয়ন্তে । যথা শ্রীযশোদায়া বাৎসল্য মনোরথবিশেষোণার্ভক-

ভাবময়লীলাবিশেষোদয়াৎ বন্ধনাদিপ্রাপ্তিলীলোদয় ইতি ভাবঃ । নহু কথং প্রকটৈশ্বর্যেইপি ময়ি
তেষাং তাদৃশভাবঃ সম্ভবতি ? তত্রাহ—ন তিষ্ঠতি বিবেকঃ ঐশ্বর্যাদর্শনেইপি তদনুসন্ধানং যস্মাৎ ;
তাদৃশোইপি নিকাম ইতি । ‘অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তন্ত্র ইব দ্বিজ । সাধুভির্গুণভূতদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন-
হিযঃ ।’ (শ্রীভা ৯।৪।৬৩) ইত্যুক্তেস্ত্বাপি তাদৃশো ভাবঃ শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥

২২। শ্রীজীবৈবোক্তো টীকানুবাদঃ : [শ্রীস্বামিপাদ-উপরন্ত আপনার বন্ধন-আশঙ্কা
দূরে থাকুক, অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীবাশ্রয়ই বস্তুত বন্ধন নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—
দেহাত্মপাধেরিতি । দেহাদি উপাধিবিশিষ্ট ভাবো—জন্ম এবং তথুলক ভিদ্দা—ভেদ সাক্ষ্য—
স্বরূপতো নেই । হে অক্রুর আমার বন্ধন অভাব বলুয়ে তুমি কি আমার মোক্ষ স্বীকার করে
নিচ্ছ ? যদি বল ‘হাঁ’ নিচ্ছি, তাহলে বন্ধন-অভাবে মোক্ষ অসম্ভব হেতু আমার বন্ধনও স্বীকার
করতে হয় । এইরূপ আশঙ্কায় অক্রুর বলছেন—আত্মবন্ধন যেহেতু অবিদ্যা নেই, সে কারণে
বন্ধন-মোক্ষও নেই আপনার । কৃষ্ণ যদি প্রশ্ন করেন, উলুখলে আমার বন্ধনের কথা তো শোনা যায়,
আবার যমুনা হৃদে মুক্ত হতে দেখা যায়, তা হলে কি করে উভয়ই নেই বলছ ? এরই উত্তরে
বিকায় ইতি—স্বাভিপ্রায় অনুরূপ আপনাতে আমাদের অবিবেকেই বন্ধন-মোক্ষ প্রতিপাদিত হয় ।
অথবা আমাদের অবিবেকেই আপনার বন্ধন-মোক্ষ উভয়ই যদি বা হয় হোক ।]

এই স্বামিটীকার ব্যাখ্যার উপর বিশ্লেষণ—উলুখলে বন্ধন-শ্রবণ হেতু নরাকৃতি মূর্তিতে সংসার
বন্ধনও সম্ভাবনার মধ্যে আনা হল, যমুনাহৃদে দৃষ্ট দেবাকৃতি মূর্তিতে সেই সেই চতুভূজাদি ঐশ্বর্য
সামগ্রী দর্শন হেতু অতঃপর মুক্ত বলেও বিশ্বাস করে নেওয়া হল, এরূপ অভিপ্রায় । অনিরূপিতত্বাদ্-
অনির্দীচ্যাদি হওয়া হেতু, এরূপ অর্থ ।

অথবা, যদি বা হতো তাদৃশ বন্ধন-মোক্ষ, তা হলে শ্রিয়বর্গ আমাদের বিকায়—[নি-
নিতরাং + কাম] অতিশয় কামেই সেই বন্ধন-মোক্ষ ছই তোমার হতো । প্রেমজাতিবিশেষ-উচিত-
মনোরথ প্রাপ্ত হয়েই তাদৃশ লীলা উদয় হতো, যথা—শ্রীযশোদার বাৎসল্য মনোরথ বিশেষে
বাল্য ভাবময় লীলা বিশেষে উদয় হেতু বন্ধনাদি প্রাপ্তি স্বীকার রূপ লীলোদয় হতো তোমার, এরূপ
ভাব । কৃষ্ণ যদি বলেন, প্রকট-ঐশ্বর্য আমাদের ব্রজজনদের তাদৃশ ভাব সম্ভব কি ? এরই উত্তরে
অক্রুর—তত্ত্বজ্ঞান থাকে না, ঐশ্বর্যদর্শনেও তা চোখে পরে না যে কারণে, তাদৃশই ব্রজজনদের ‘নিকাম’
অর্থাৎ প্রেমাভিযা । অতএব—‘হে মনে আমি ভক্তের অধীন, তাই অশ্বত্থের গ্রায় । মুক্তি
পর্যন্ত বাসনা রহিত ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করেছে । ভক্তের কথা আর কি, ভক্তের পালাগণ
সমূহও আমার প্রিয় ” (শ্রী ভা ৯।৪।৬৩) । এই এই উক্তি অনুসারে ঐশ্বর্য প্রকাশ করে বিরাজমান
আপনাতে তাদৃশ ভাব সম্ভব, এরূপ ভাব । (জী ২২)

২১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নমু মে যত্ববিদ্যা নাস্তি তদাশ্বেদো-হয়মবিদ্যকঃ কুত আয়াত
স্তত্রাহ,—দেহাদীতি। তব দেহাদ্যুপাধিরনিক্রপিতত্বাদিতি। তব দেহাদিরুপাধিরবিদ্যক ইতি কৈরপি
শাস্ত্রজ্ঞে ন' নিক্রপিত ইত্যর্থঃ। অতএব তব ন ভবঃ জীবৎ সংসারো জন্ম বা নৈব স্যাৎ। তথাপি
দেহাদিরাবিদাকো যদি ভবেৎ তদা তমপি স্বাতন্ত্র্যেহপি জীবতুল্য এব জন্মান্দিমানের স্যা ইত্যর্থঃ।
অতস্তব দেহাদিরুপাধিভাবাৎ জীবৎ সাক্ষাৎ পৈতৃকধাতুসম্বন্ধে জন্ম ন স্যাৎ, কিন্তুাবির্ভাবাত্মকমেব
জন্ম ভবেৎ। তথা আত্মনো দেহহস্তিদা ভিন্নত্বং জীবস্যেব তব নাস্তি। শ্বেদোহপি ত্বমেবত্যর্থঃ।
দেহ-দেহি বিভাগোহত্র নেথরে বিদ্যাতে কচি'দিত্যুক্তেঃ। অতস্তব ব্রহ্মদেবাবিদ্যা-বিদ্যাভ্যামতীতস্ত
নৈব বন্ধো নৈব মোক্ষঃ। উলুখল যাত্রা নিবন্ধস্ত কালিয়হৃদান্মুক্তস্ত সম বন্ধ-মোক্ষৌ স্ত ইতি
চেৎ স্যাতাং, তৌ তু তেন নিষিদ্ধোতে ইতি ভাবঃ। কুতস্ত্রি স বন্ধঃ স মোক্ষশ্চ নোইম্মাকং ভক্তানাং
নিকামো ধ্যেয়বাদভীষ্ট এব। যতো বিবেকঃ স বন্ধো মোক্ষশ্চ বিবেক এব মায়িকত্বাভাবাৎ। জ্ঞান-
স্বরূপস্ত নতু তাবদজ্ঞানসংজ্ঞো ভববন্ধমোক্ষাবিত্যর্থঃ। ২২ ॥

২২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুঝ : যদি কৃষ্ণ বলেন, আমার যদি অবিদ্যা নাই থাকে, তা
হলে আমার এই অবিদ্যক দেহ কোথেকে এল, এরই উত্তরে, 'দেহাদীতি' অর্থাৎ আপনার দেহাদির
উপাধিবিক্রপিতত্বাৎ—উপাধি অবিদ্যক (প্রাকৃতিক) বলে কোনও শাস্ত্রজ্ঞের দ্বারাই নিক্রপিত
হয়নি ; অতএব আপনার বস্তবঃ—জীবৎ সংসার বা জন্ম নেই। আপনার দেহাদিও যদি 'অবিদ্যক'
হয়, তাহলে আপনি স্বতন্ত্র হয়েও জীবতুল্যই জন্মান্দিমানই হয়ে পড়েন, যা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত
বিরুদ্ধ,—অতএব আপনার দেহাদি উপাধির অভাব হেতু জীবৎ সাক্ষাৎ পৈত্রিকধাতুক-ধাতুসম্বন্ধে
জন্ম নয় আবির্ভাব আক জন্ম।

তথা জীবের মতা আপনি আত্মবৎ—দেহ থেকে ভিন্ন নন। আপনার দেহই আপনি—
“দেহ-দেহী ভেদে ঈশ্বরে কখনও নেই” এরূপ উক্তি থাকা হেতু। —অতএব ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া হেতু
বিদ্যা-অবিদ্যার অতীত আপনার বন্ধও নেই মোক্ষও নেই।—উলুখলে বন্ধন দশা প্রাপ্ত কালিয়
হৃদ থেকে মুক্ত আমার বন্ধন-মোক্ষ আছে যে, তা দেখাই যাচ্ছে, এরূপ যদি বলা হয়, এর উত্তরে
বন্ধন-মোক্ষ থাক না—এ দুইপ্রকার বন্ধন-মোক্ষ তো দেহাদি উপাধি অতীত আমার দ্বারা নিষিদ্ধ হয়
নি, এরূপ ভাব। কি অভিপ্রায়ে এই বন্ধন-মোক্ষ স্বীকার করছেন। ইহারা আমার ভক্তগণের
বিকার—ধ্যেয় হওয়া হেতু আমার অভিষ্টই, তাই স্বীকার করেছি।—কারণ বিবেকঃ—সেই
বন্ধন ও মুক্তি আপনার তত্ত্বজ্ঞান প্রসূতই মায়িকত্ব অভাব হেতু জ্ঞানস্বরূপ আপনার তো সেই
অজ্ঞান-সংজ্ঞ ভববন্ধ-মোক্ষ নেই। বিং ২২ ॥

Acc-1001/8-1-20

ত্বেদিতোহয়ং জগতো হিতায়

যদা যদা বেদপথঃ পুরাণ ।

বাধ্যত পাষণ্ড-পঠৈরসদ্ভি-

স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্তি ॥ ২৩ ॥

২৩। অর্থঃ : (অতঃ স্বভক্তি তাৎপর্য-পর্যবসানং বেদমার্গ রক্ষণ্ তদভিব্যক্তি স্থানং সত্ত্বগুণ-মপি পুষ্পাতীতাহ—হয়েতি)

জগতঃ হিতায় ত্বেদিতঃ (উক্তঃ) পুরাণঃ (অনাদিঃ) অয়ং বেদপথঃ পাষণ্ডপঠৈঃ, অসদ্ভিঃ যদা যদা বাধ্যত (অতিশয়েন পীড়িতঃ স্ত্রাং) তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্তি (পুষ্পাতী) ।

২৩। মূলানুবাদ : অতঃপর স্বভক্তি-তাৎপর্য যথায় পর্যবসানপ্রাপ্ত সেই বেদমার্গ রক্ষা করতে গিয়ে তার অভিব্যক্তিস্থান সত্ত্বগুণকেও পোষণ করেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার মুখোংগীর্ণ অনাদি এই বেদমার্গ যখন অসংজ্ঞের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন ধর্মমার্গ রক্ষারদ্বারা শিষ্টজন পালনার্থ সত্ত্বগুণ পোষণের জন্য আপনি আবির্ভূত হন ।

২৩। শ্রীজীব বৈ তো টীকা : অতঃ স্বভক্তি-তাৎপর্য-পর্যবসানং বেদমার্গ রক্ষণ্ তদভিব্যক্তি-স্থানং সত্ত্বগুণমপি পুষ্পাতীতাহ—হয়েতি । স্বয়ংস্বরেণোদিত উক্ত ইতি ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয় রাহিত্যাং প্রামাণ্যমবশ্যপাল্যঞ্চ । ন চেৎ কৃত্রিম ইত্যাহ—পুরাণঃ অনাদিঃ । তবানাদিভেদে তত্ত্ব এবানাদিতো মুহুরাবির্ভাবিতেন চেতি ভাবঃ । স যদা যদা তাদৃশ-তদপেক্ষাহ-ভক্তবৃন্দাভাবাদ্বাদাসীত্ত্বেনাসদ্ভিঃ বাধ্যত, অতিশয়েন পীড়িতঃ স্ত্রাং, তদা দৈবাং শ্রী শঙ্করাদেশ্বর কস্মচিদ্বক্তৃজনশ্চৈকস্ম বহুনাং বা প্রাকটো সতি তৎপোষণার্থং স্বয়মবতীৰ্য্য সাত্ত্বিকগণবর্ধনেন বেদপথঃ পুষ্পণ্ স্বয়মেব সত্ত্বগুণং ভবান্ বিভর্তি পুষ্পাতীতার্থঃ ॥ জী• ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ• তো• টীকানুবাদ : অতঃপর স্বভক্তি-তাৎপর্যের শেষ কথা বেদমার্গকে রক্ষা করতে গিয়ে তার অভিব্যক্তি স্থান সত্ত্বগুণকেও পোষণ করেন । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হয়েতি । ঈশ্বর তোমার দ্বারা উদিত উক্ত হল জগতের হিতের নিমিত্ত বেদমার্গ- ইহা ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয় রহিত হওয়া হেতু প্রামাণ্যও অবশ্য পাল্য, ইহা কৃত্রিমও নয়, এই আশয়ে বলা হল পুরাণঃ—অনাদি । হে ঈশ্বর, আপনি অনাদি হওয়া হেতু আপনা থেকে অনাদিকাল থেকেই এই বেদমার্গ মুহূর্ত্ত আবির্ভাব হওয়া হেতুও ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয় রহিত ইত্যাদি । স যদা যদা বাধ্যত—তাদৃশ আপনার অপেক্ষা-যোগ্য ভক্তবৃন্দের অভাব হেতু যদা যদা আপনার উদাসীত্ত্ব অসংজ্ঞের দ্বারা সেই বেদ ‘বাধ্যত’ বাধাপ্রাপ্ত হয়

স ত্বং প্রভোহুত্ব বসুদেবগৃহেহবতীর্ণঃ
 স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ ।
 অক্ষৌহিণী-শত-বধেন সুরেতরাংশ-
 রাজ্ঞামমুখ্য চ কুলস্য যশো বিতদ্বন ॥ ২৪ ॥

২৪। অর্থঃ : বিভো (হে সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ) স ত্বং সুরেতরাংশরাজ্ঞাং অক্ষৌহিণী শতবধেন
 ভূমেঃ ভারং অপনেতুং (নিরাকর্ষ্য) অমুখ্য কুলস্য চ (যাদব কুলস্য চ) যশঃ বিতদ্বন (বিস্তারয়িতুং)
 অত্র স্বাংশেন (বলদেবেন সহ) ইহ [লোকে] বসুদেব গৃহে অবতীর্ণঃ অসি (ভবসি) ।

২৪। মূল্যবান : উপযুক্তরূপে প্রস্তাবনা করবার পর এ আনন্দের বিষয় যে পাশাপাশি
 কংস নিহত হয়েছে—(জীভা. ১০।৪৮।১৭) ইত্যাদি নির্দিষ্ট প্রস্তুত বিষয় অনুসরণ করা হচ্ছে—
 হে সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণ ! এইরূপ উক্ত মহিমাময়, বারবার অবতীর্ণ হয়ে সংমার্গ প্রবর্তক আপনি
 শত সহস্র অসুর রাজগণের বিনাশদ্বারা ভূভার দূরীকরণের জন্য বসুদেব গৃহে বলরামের সহিত অবতীর্ণ
 হয়ে এই যত্নকুলের যশোবিস্তার করছেন ।

(অর্থাৎ অতিশয় পীড়িত হয়) তখন দৈবাৎ শ্রীপ্রহ্লাদের মতো কোনও একজন বা বহু ভক্তের প্রাকট্য
 হলে তাকে পালনের জন্য নিজেই অবতীর্ণ হয়ে সাত্ত্বিকগুণ বর্ধনের দ্বারা বেদপথ পোষণ পূর্বক আপনি
 নিজেই সত্ত্বগুণকে শিথিলিত—পালন করেন, এরূপ অর্থ ।— জী. ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : তদেব গুণাতীতস্বরূপলীলাপিং স্বং ধর্মমার্গরক্ষয় শিষ্টজন্মপালনার্থং
 সত্ত্বগুণং পুষ্করাবির্ভবসীত্যাহ—তয়া উদিত উক্তঃ বেদপথঃ ধর্মমার্গঃ । পুরাণঃ প্রাচীনঃ ॥ ২৩

২৩। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকাবৃত্ত : উপযুক্ত শ্লোকানুসারে আপনি গুণাতীতস্বরূপলীল হয়েও
 ধর্মমার্গ রক্ষারদ্বারা শিষ্টজন্ম পালনার্থ সত্ত্বগুণ পোষণের জন্য আবির্ভূত হন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—
 ‘তয়া উদিত’ আপনার দ্বারা উক্ত বেদপথঃ—ধর্মমার্গ, যা পুষ্করঃ - প্রাচীন ॥ ২৩

২৪। শ্রীজীব বৈ. ৩৩০ টীকা : তদেবমুপোদ্ঘাতানন্তরং ‘দিষ্টা পাপো হতঃ কংসঃ’
 (জীভা. ১০।৪৮।১৭) ইত্যাদি-নির্দিষ্টঃ প্রকৃতমেবানু-বর্তয়তী—স ইতি । এবমুক্কাহায়ে মুহুরে-
 বাবতীর্থা সন্মার্গপ্রবর্তকস্বম্ । বিভো, হে সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ ! বসুদেবস্ত যাদবশ্রেষ্ঠস্ত, শ্লেষণে বসু
 ভক্তিলক্ষণে ধর্ম্যস্তেন দীবাতি দ্বোততে ইতি তথা তস্য ॥ জী. ২৪ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ. ৩৩০ টীকাবৃত্ত : উপযুক্তরূপে প্রস্তাবনা করবার পর “দিষ্টাপাপো
 ইত্যাদি” অর্থাৎ ‘এ আনন্দের বিষয় যে পাশাপাশি কংস নিহত হয়েছে’ (জীভা. ১০।৪৮।১৭)

অত্বেশ নো বসতয়ঃ খলু ভুরিভাগা

যঃ সর্বদেব-পিতৃ-ভূত-নৃদেব-মূর্তিঃ ।

যৎপাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি

স ত্বং জগদ্গুরুরধোকজ যাঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। অন্নয় : ঈশ (হে সর্বেশ্বর ।) অধোকজ (হে সর্বজ্ঞানাতীতঃ) যঃ সর্বদেব-পিতৃ ভূ,—
নৃদেব মূর্তিঃ (সর্বদেবঃ) ব্রহ্মরুদ্রাদয়শ্চ পিতরশ্চ ভূতানিচ নৃদেবশ্চ 'মূর্তিঃ' শরীরং যস্য তথাভূতঃ,
কিমা সর্বদেবাদয়ঃ 'মূর্তয়ঃ' অধিষ্ঠানানি বস্য) যৎপাদ [যৎ'যস্যচতব] পাদশৌচ সলিলং ত্রিজগৎ
পুনাতি, স ত্বং জগদ্গুরুঃ [সন্ ।] যাঃ [মদ্বসতিঃ] প্রবিষ্টঃ [তাঃ] নঃ (অশ্রাকং) বসতয়ঃ
(গৃহাঃ) ভুরিভাগাঃ খলু (বহুমাহত্যাঃ) ।

২৬। মুলাবুবাদ : যাদবদের মধ্যেও আমি আপনার দ্বারা অতিশয় অনুগৃহীত, এই
অংশই বলা হচ্ছে,—
হে সর্বেশ্বর ! হে অদক্ষজ ! ব্রহ্মরুদ্রাধো যাবতীয় দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতসকল ও নরদেবগণ
আপনার শরীর । আপনার চরণ ধোয়া জল ত্রিজগৎ পবিত্র করে থাকে । এই জগৎগুরু আপনি যে
আমাদের গৃহে প্রবেশ করলেন, এতে আমাদের গৃহ নিশ্চয় বহু মহিমাযুক্ত হয়ে গেল ।

ইত্যাদি নির্দিষ্ট প্রস্তুত বিষয় অনুসরণ করা হচ্ছে, সত্বে—এইরূপে উক্ত মহিমাময়, বারবার অবতীর্ণ
হয়ে সংমার্গ প্রবর্তক সেই আপনি । বিভা—সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ । বসুদেবস্য—যাদব শ্রেষ্ঠের । অর্থান্তরে,
'বসু' ভক্তি লক্ষণ ধর্ম এই ধর্মের দ্বারা 'দেব' দিব্যি দীপ্ত, এইরূপে ভক্তিদ্বারা দীপ্ত বসুদেবের ॥ জীঃ ২৪ ॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : স্বাংশেন রামেণ সহ । সুরতরাংশা যে রাজানন্তেষামকৌহিনী-
শতস্য বধেন ভূমেভারমপনেতুম্ ॥ ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : স্বাংশেন—রামের সহিত সুরতরাংশা—অসুরপ্রকৃতি
যেসব রাজহৃদগণ, তাদের শত অকৌহিনীর বধের দ্বারা পৃথিবীর ভার দূর করার জন্য বসুদেবের
ঘরে অবতীর্ণ । বিঃ ২৪ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈঃ ভ্যোঃ টীকা : যাদবেষু চাহং তয়া নিতরানুগৃহীত ইত্যাহ—অত্বেতি ।
ঈশ হে সর্বেশ্বর, ভুরিভাগা বলিপ্রভৃতিভ্যোইপি বহুমাহত্যা, যতঃ বেদাদয়ো মূর্তয় ইব মূর্তয়োইধি-
ষ্ঠানানি যস্য যজ্ঞরূপাংশাবতারে ; যস্য চ তব শ্রীবামনরূপাংশাবতারে পাদশৌচসলিলমপি ত্রিজগৎ পুনাতি,
স ত্বং জগদ্গুরুঃ সর্বৈশ্ব্যঃ স্বাবির্ভাবোভ্যোইপি গুরুর্মহান, যা মদ্বসতীরেব প্রবিষ্টঃ, ন ইতাপি অগ্ন্যাদব-
গৃহানিত্যর্থঃ । জগদগুরুদ্বাদেব হে অধোকজ সর্বজ্ঞানাতীত ॥ জীঃ ২৫ ॥

কঃ পণ্ডিতত্বদপরং শরণং সমীয়া-

ভুক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাং ।

সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভক্ততোহভিকামা-

না ত্বানমপ্যুপচর্যাপচর্যো ন যন্ত ॥ ২৬ ॥

২৬। অর্থঃ : কঃ পণ্ডিতঃ ভক্তপ্রিয়াং (ভক্ত এব প্রিয়ো यस্য তস্মাৎ) ঋতগিরঃ (সত্য-
সঙ্কল্লাং) সুহৃদঃ (নিকৃপাধি কৃপাকারিণঃ) কৃতজ্ঞাং (কৃতমুপকারং জানাতি বহুমন্যতে) তং (বৃত্তঃ)
অপরং (অগ্রং কং) শরণং সমীয়াং (গচ্ছৎ) [যতঃ] যস্য [তব] উপচর্যাপচর্যো ন [ত্তঃ]
ভক্ততঃ সুহৃদঃ (সৌহৃদযুক্তায়) সর্বান্ অভিকামান্ (অভিবাঞ্ছিতার্থান্) আত্মানং অপি দদাতি ।

২৬। মূলানুবাদ : অক্রুরের স্বীয় মনোরথ পরিপূর্ণ হয়েছে, সুতরাং আনন্দে বলছেন—
যার হাস-বুদ্ধি নেই সেই ভক্তপ্রিয় সত্যবাক্, পরমহিতকারী কৃতজ্ঞ আপনাকে ছাড়া অগ্রের
শরণাগত হবে কোন, পণ্ডিত আপনি প্রণয়ী ভক্তদিগকে সকল অভিলষিত বস্তু, এমন কি
আত্মাকেও দান করে থাকেন।

২৫। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকানুবাদ : যাদবদের মধ্যেও আমি আপনার দ্বারা অত্যন্ত
অনুগৃহীত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অদোতি । দৈশ-হে সর্বেশ্বর ! ভূমিভাগ-বলি প্রভৃতি
থেকেও বহু মণিমাময় বা পবিত্র হয়ে গেল আমার এই বসতি । দেবাদি যেন আপনার মূর্তি অর্থাৎ
শরীর । দৃষ্টান্ত, 'মূর্তি' বাসস্থান (যজ্ঞরূপ অংশ অবতারে) । আরও জীবানরূপ অংশ অবতারে
যে আপনার চরণ ধোয়া জলও ত্রিজগৎ পবিত্র করছে, সেই আপনি জগদ্‌গুরু—ভগতের মধ্যে সর্ব-
স্বাবির্ভাবের মধ্যে 'গুরু' মহান্, যাঃ প্রবিষ্টঃ—আমার বাসস্থান অন্তর্গত হয়েছেন, অতাপি অল্প
যাদব গৃহান্তর্গত হন নি কিন্তু ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : যা বসতীঃ স এব তঃ প্রবিষ্টঃ যন্তঃ সর্বদেবাদি মূর্তিঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকানুবাদ : বো যাঃ বসতম্ প্রবিষ্টঃ—যে আপনি সর্বদেবাদি
মূর্তি সেই আপনি আমাদের যে বসতি তাতে প্রবেশ করেছেন । বি০ ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকা : ভক্তসুহৃদাদিনা পুতনাদিভ্যাপি তাদৃশপদদানং ;
প্রীতিবিষয়কেন প্রসিকৌ যস্য তস্মাৎ ; তথোক্তং শ্রীমদ্রুকবেনাপি—'অহো বকী যম্' (শ্রীভা ৩।২।২৩)
ইত্যাদি । তৎপ্রিয়ত্বেনাপি নহু কথমপ্যনবধানাদিনা তৎপালনপ্রতিজ্ঞাব্যভিচারঃ স্মাৎ, ইত্যাহ—
ঋতগিরঃ সত্যসঙ্কল্লাং, কদাচিত্তস্য পরমভক্তান্তরাবেশেপি সঙ্কল্লাস্ত্রৈব তৎকার্যসাধকত্বাদিতি ভাবঃ । ন
চোপকারাত্মকস্ত ভজনস্যাগ্যপেক্ষা, কিন্তু কথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রস্য ইত্যাহ—সুহৃদঃ । ন চোপকারানভিষ্ট-

তেত্যা—কৃতমুপকারং জানাতি বহুমন্যতে ইতি কৃতজ্ঞাৎ । তচোপকারাভাসস্তাপি বহুমন্তমানসে
পর্যবশ্তীত্যা—সর্বানিতি । যস্য বিষয়লাভাভাদিনা উপচয়াপচর্যো ন স্তঃ, সঃ । ভজতঃ ভজন-
মাত্রং কুর্ষতঃ, পুষ্পপত্রাদিনাপি সেবমানায় সর্বাংস্তদভীষ্টান্, কামান্, দদাতি, তত্র সুহৃদঃ সৌহৃদ্যযুক্তায়,
যত আশ্রয়ানমপি সুহৃদ্রূপেণ দদাতি, তদধীনং করোতীত্যর্থঃ । তস্মান্মদীয়গৃহাগমনমপি তব নাশ্চর্য্যমিতি
ভাবঃ ॥ জী• ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ• ২৬। টীকাবুদ : ভক্তপ্রিয়—এখানে ‘ভক্ত’ শব্দে পুতনাদিকেও
ধরা হয়েছে—বেশাদির অনুকরণেও যাঁরা গোলকাদি তাদৃশ ধাম প্রাপ্তি করানো হেতু প্রীতির বিষয়রূপে
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তাদের ছাড়া (আর কার শরণ নিবো)—শ্রীউদ্ধবের দ্বারা একুণই উক্ত হয়েছে,
যথা—“অহো, পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশ ধারণ করে এসে বিষমিশ্রিত স্তন শিশু কৃষ্ণমুখে প্রাণ হরণ ইচ্ছায়
দিয়ে ধাত্রী গতি পেয়ে গোলোকে গিয়েছিল, এমন দয়ালের শরণাপন্ন কে-না হবে ? অর্থাৎ সকলেই
হবে।”—(শ্রীভা• ৩।২।২৩) । একুণ ভক্তপ্রিয় হলেও কোনও প্রকার অনবধানাদি বশতঃ সেই
ভক্ত পালন প্রতিজ্ঞার খেলাপ হতে পারে তো ? এরই উত্তরে, ঋতগিরঃ—কৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প, তাই
খেলাপ হয় না ;—কখনও রাধাদি পরম-ভক্তাস্তর আবেশেও ঐ সঙ্কল্পবই কার্যসাধকতা গুণ থাকা
হেতু খেলাপ হয় না, একুণ ভাব।—উপকারাত্মক সেবারও অপেক্ষা নেই । কিন্তু কোনও প্রকার
আশ্রয়মাত্রই দান করেন, এই আশয়ে বলা হল সুহৃদঃ—নির্হেতুক হিতকারী । আবার উপকার-
অনভিজ্ঞও নয়, এই আশয়ে বলা হ’ল কৃতজ্ঞাৎ—কৃতকর্ম জানেন, বহুমাননও করেন । সেই সেবা
আভাসও বহুমন্য-মানরূপে পর্যবসান প্রাপ্ত হয়, এই আশয়ে বলা হল—সর্বাং দদাতি—তাই সকল
অভিলষিত বস্তু এমন কি আশ্রয়ও দেন—যার বিষয় লাভ-অলাভাদিতে বুদ্ধিহীন নেই যার সেই
কৃষ্ণ ভজতঃ—ভজনমাত্র করায় রত ও পুষ্প-পত্রাদি দ্বারা সেবমান জনকে সর্বান্—তার অভীষ্ট
বিষয়সমূহ দেন, এর মধ্যেও আবার সুহৃদঃ—প্রণয়ীজনকে তো দেনই, যে কারণে তাকে তো আশ্রকেও
বন্ধুরূপে দিয়ে দেন অর্থাৎ তার অধীন হয়ে যান ।—সে হেতু মদীয়গৃহে আগমনও আপনার পক্ষে
—আশ্চর্য্যের কিছু নয়, একুণ ভাব ॥ জী• ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : হৃদপরঃ হৃদোহন্তম্ । ঋতগিরঃ সত্যবাক্য্যং “কংসং হৃদা
হৃদগং যাস্যামী”তি স্ববাক্যং সত্যং কৃতমিতি ভাবঃ । সুহৃদঃ হিতকারিণঃ যেন দাসস্য হিতং
স্বান্তং স্বমেব জ্ঞাত্য করোতীত্যর্থঃ । কৃতজ্ঞাৎ কদাচিত্কেমপি যৎকিঞ্চিদপি ভক্তেন বিস্মৃতমপি তদভজনং
কৃতং জ্ঞানাস্যেবেত্যর্থঃ । যো ভবান্, সুহৃদঃ শোভনাস্তঃকরণায় নিক্ষিপ্যেত্যর্থঃ । ভজতে ভজনং
কুর্ষতে জনায় অভিকামান্, অভিবাঞ্ছিতার্থান্, সর্বান্বেব তেনাকামিতানপি দদাতি । নচ তাবতোইপি দৃষ্টা
নিবর্তসে ইত্যাহ,—আশ্রয়ান্ স্বমপি দদাতি । অত্র ভবানিত্যাধ্যাহার্ম্ । নহু স্বপর্ষস্তুদানং নাম

দিষ্ট্যা জনাদর্শন ভবানিহ নঃ প্রতীতো

যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরৈশৈঃ ।

ছিন্মাশু নঃ সূত কলত্র-ধনাশু গেহ-

দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্ ॥ ২৭ ॥

২৭। অর্থঃ : হে জনাদর্শন ! যোগেশ্বরৈঃ [সনকদিভিঃ] সুরৈশৈঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ) অপি দুরাপগতিঃ (হ্রল'ভা 'গতিঃ' জ্ঞানং যস্য সং) ভবান্, ইহ (মনুষ্যালোকে) নঃ (অস্মাকং) প্রতীতঃ (প্রতীতিবিষয়ং গতঃ ইতি) দিষ্ট্যা (মহদ'ভাগ্য অতঃ) আশু নঃ (অস্মাকং) ভবদীয় ময়াং (ভবদীয় মায়া কার্যভূতাং) সূত-কলত্র-ধনাশু-গেহ-দেহাদিমোহ-রশনাং (পাশং) ছিন্মি (বিনাশয়) ।

২৭। মূল্যাবাদ : তাদৃশ কৃষ্ণ কৃপার প্রশংসা করতে করতে সলজ্জ হয়ে নিজের তদেক নিষ্ঠতার অন্তরায় দূরীকরণ প্রার্থনা করছেন -

হে ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় দর্শন । সনকাদি-ব্রহ্মরুদ্রাদিরও হৃদয়ের আপনি এই মনুষ্যালোকে আমাদের নয়ন-গেচর হয়েছেন । অহো এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় । এখন প্রার্থনা করছি, ভবদীয় মায়া কার্যভূত আমাদের সূত-কলত্র-ধন-সুহৃদ-গেহ দেহাদি মোহপাশ শীঘ্র ছেদন করে দিন ।

মহানপচয়স্তত্রাহ,—যস্ত তব উপচয়াপচয়ো ন স্তঃ । কোটিব্রহ্মাণ্ডবর্তীজব্যোষু কোটিসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডৈশ্চভা-
মুপস্থতেষপি তব ন কোইপ্যপচয়ঃ । ত্বয়া স্বভক্তায় স্বপর্যন্তবস্তুজাতপ্রদানেইপি ন কোইপ্যপচয়ঃ ।
অতর্ক্যানন্ত-শক্তিহাদিতি ভাবঃ ॥ বি০ ২৬ ॥ —পাতকক নঃ কিং কাম্যং তে ত্বং ওক্তভান

২৬। শ্রীবিষ্ণুপাথ টীকাবুদ : ত্বদুপবহং—আপনা-ছাড়া অগ্রজনকে । ঋতগিরঃ—
সত্যবাক্ হেতু 'কংসকে বধ করবার পর তোমায় ঘরে যাবো' এই স্ববাক্য সত্য করা হল, এরূপ
ভাব । সুহৃদঃ—বহুপ্রকারে হিতকারী, যে প্রকারে দাসের হিত হয়, তা আপনি নিজেই জেনে
নিয়ে করেন । কৃতজ্ঞাৎ—কোনও এক সময়ে কৃত হলেও সামান্য কিছু কৃত হলেও, তত্ত্ব করবার
পর ভুলে গেলেও আপনার উদ্দেশ্যে কৃত ভজন সম্বন্ধে আপনি কিন্তু অবগত থাকেন, যে আপনি
সুহৃদঃ—শোভন অন্তঃকরণ অর্থাৎ নিষ্কাম । ভক্তাত্মা—ভক্তনে রত জনকে আত্মকাম্যান্—
অভিষ্ট বিষয় সকলই দেন । সেই জনের দ্বারা যদি কিছু অনভিলষিতও থাকে, তবে তাও দেন ।
তাবৎ বিষয় দিয়েও আপনি নিবৃত্ত হন না, এই আশয়ে বলা হল আত্মানং—নিজেকেও দিয়ে
দেন । যদি বলা হয়, স্বপর্যন্ত দান তো মহা অপচয় এরই উত্তরে, উপচয়-অপচয়ো যে
আপনার বুদ্ধি-হ্রাস নেই, (তাকে ছাড়া কার শরণ নিবে) । কোটিব্রহ্মাণ্ডবর্তী দেবসমূহে কে-টি-
সংখ্যক ব্রহ্মাদি দ্বারা উপহৃত হলেও আপনার কোন বুদ্ধি হয় না । আবার আপনার দ্বারা স্বপর্যন্ত
বস্তুরসমূহ স্বভক্তকে প্রদত্ত হলেও আপনার কোনও অপচয় অর্থাৎ হ্রাস হয় না, আপনার অতর্ক্য-
অনন্ত শক্তি থাকা হেতু, এরূপ ভাব । বি০ ২৬ ॥

ইত্যর্চিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ ।

অক্রুরং সন্মিতং প্রাহ গীর্তিঃ সন্মোহয়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

২৮। অন্নয়ন : ইতি (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) ভক্তেন [অক্রুরেণ] অর্চিত সংস্তুতশ্চ ভগবান্ হরিঃ গীর্তি (মধুরমধুরবাক্ পরিপাটীভিঃ) সন্মোহয়ন্নিব (স্বস্মিন্, অত্যন্ত মমতাং বিস্তারয়ন্নিত্যর্থ ইবেতি) অক্রুরং প্রাহ ।

২৮। মূল্যাবুদ : উক্তরূপে ভক্ত শ্রীঅক্রুর কতৃক নিজ জ্ঞাপনীয় শিষ্যানুকূল বচনে স্তুত সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ মনোহারিলীল কৃষ্ণ মধুর মধুর বাক্ পরিপাটিতে নিজেতে অত্যন্ত মমতা বিস্তার করতে করতে অক্রুরকে বলতে লাগলেন ।

২৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : তাদৃশতৎকুপাং শ্লাঘমানঃ সলজ্জঃ সন্, নিজতদেক-নিষ্ঠতান্তরায়ব্যাহতিং প্রার্থয়তে- দিষ্টোতি, জনার্দন ইতি হে ব্রহ্মাদিষাচ্যমানদর্শন । তদেব দর্শয়তি— যোগেতি, যোগেশ্বরৈঃ সনকাদিভিঃ, সুরেশৈব্রহ্মভবাদিভিঃ; গতিজ্ঞানং যস্য সঃ, প্রভীতঃ প্রত্যক্ষঃ প্রাপ্তঃ । এতদ্দিষ্টা, অহো অস্মাকং ভাগ্যমহিমৈত্যাঃ । ছিকীত্যাদিকং নরলীলোচিতং বচনম্ । আপ্তাঃ সুহৃদঃ ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ : তাদৃশ কৃষ্ণ কুপাকে প্রশংসা করতে করতে সলজ্জ হয়ে নিজের তদেকনিষ্ঠতার অন্তরায় দূরীকরণ প্রার্থনা করছেন— দিষ্টা ইতি । জনার্দন— [জীবৈঃ সেবিতুমর্দ্যতে যাচ্যতে] —হে ব্রহ্মাদি-যাচমান দর্শন ! ইহাই দেখান হচ্ছে— যোগেশ্বরেরূপি— সনকাদি দ্বারা, সুরেশৈঃ— ব্রহ্মা-শিবাди দ্বারা যাচমান দূরাপগতি— [গতি—জ্ঞান, প্রাপ্তি] দুঃস্বপ্ন । প্রভীতঃ— প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত, এও ভাগ্যক্রমে হয়ে থাকে— অহো আমাদের ভাগ্যমহিমা । ছিন্দি— ছেদন কর । —এসব নরলীলোচিত বচন । আপ্তাঃ— সুহৃদ ॥ জীব০ ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নোইস্মাভিঃ প্রভীতঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ । বি০ ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : নঃ— আমাদের দ্বারা প্রভীতঃ— প্রত্যক্ষীকৃত ॥ বি০ ২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : সম্যক্ নিজ-জ্ঞাপ্যার্থানুকূলবচনওয়া স্তুতঃ । 'সং' প্রভো' ইত্যাদিমিশ্রিত্যং গীর্তিরিত্যে তর্কশিষ্টাং বোধয়তি । শুব্রপ্রেমময়লৌকিকলীলাবিশেষাভিক্রুচেঃ, 'সং নো গুরু' ইত্যাদিলক্ষণাভির্গীর্তিঃ সন্মোহয়ন্ মূর্ছয়ন্, ইবেতি চেতনায়ামপি বিবেকলোপাৎ । তত্র শক্তিছোতকং ভগবান্, সর্বৈশ্বর্যাদিসম্পন্নো হরির্মনোহারিলীলশ্চেতি ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ : সংস্তুতঃ— 'সং' সম্যক্ভাবে অর্থাৎ নিজের

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা ।

বয়স্তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। অন্নয় : শ্রীভগবান্ উবাচ । ত্বং নঃ (অস্মাকম্) গুরুঃ, পিতৃব্য, শ্লাঘ্য (পরমোত্তম-
ত্বাৎ প্রশংসনীয়) বন্ধুশ্চ নিত্যদা নিত্যং) বয়স্তু রক্ষ্যাঃ (আপন্ত্যঃ পালনীয়ঃ), পোষ্যাঃ (ভোজনাদিনা
পোষণযোগ্যঃ) অনুকম্প্যাঃ (সহৃদয়াদিনা দহনীয়ঃ) হি (যতঃ) বঃ (যুগ্মকং) প্রজাঃ [বয়ঃ] ।

২৯। মূল্যাবুবাদ : হে অক্রুর ! আপনি আমাদের উপদেষ্টা, পিতৃব্য, পরমোত্তম হওয়া
হেতু প্রশংসনীয় বন্ধু । আমরা সর্বদা আপনাকে কতৃক আপদ থেকে রক্ষণীয়, ভোজনের দ্বারা পালনীয়
ও সহৃদয় দ্বারা অনুগ্রহণীয়, যেহেতু আমরা আপনার পুত্রতুল্য ।

আপনীয় অনুর-নাশরূপ বিষয়ানুকূল বচনে স্তুতি করলেন অক্রুর । —হে প্রভো ! ‘স ত্বং’ ২৪
শ্লোক—সেই আপনি বনুদেব গৃহে অবতীর্ণ ইত্যাদি অনুকূল বচনে স্তুত, তাই অনুকূল । গীর্তি—
[গীঃ—বানীদেবী সরস্বতী] এই ‘গীঃ’ শব্দ ব্যবহারে কৃষ্ণের বাক্যের বৈশিষ্ট্য বুঝানো হয়েছে ।—
[শ্রীসনাতন—‘গীর্তি’ মধুর মধুর বাক্য পরিপাটিতে ।] গুরু প্রেমময় লৌকিক লীলাবিশেষ তাঁর অভিরুচি
হেতু । [ত্বং নো গুরুঃ] অর্থাৎ হে অক্রুর ! ‘আপনি আমাদের গুরু’ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত বচনের
দ্বারা সাম্ব্যাহয়ন—চেতনাতেও বিবেক লোপ করে দিতে দিতে—এ বিষয়ে কারণ হিসাবে ব্যবহার হল,
শক্তিদোষক ভগবান্—সর্বৈশ্বর্যাদি সম্পন্ন ও হরি মনোহারিলীল শব্দ ॥ জীঃ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্মবাস্য টীকা : সংমোহয়ন, বৈশ্বর্যজ্ঞানং পুঙ্খন । ইবেতি সমাগলুপ্পন্নপি ।
॥ বিঃ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্মবাস্য টীকাবুবাদ : সম্ব্যাহয়ন—ঐশ্বর্যজ্ঞান পোষণ করত ইবেতি—
সম্যকভাবে জ্ঞান আচ্ছাদিত না করেও (মোহিত করিয়াই যেন বলতে লাগলেন) ॥ বিঃ ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : নোঃস্মাকমিতি বিনয়েনাত্মনঃ সাধারণ্যাপাদনার্থঃ
শ্রীবলদেবাপেক্ষা । গুরুরূপদেষ্টা, বন্ধুশ্চ হিতাচরণেন । তত্র শ্লাঘ্যঃ, পরমোত্তমত্বাৎ, কিংবাশ্চ
পদস্তু সর্বৈরপ্যভ্যুৎকৃষ্টঃ । নিতাদেত্যশ্চ পরেণাত্মনঃ, নিত্যমিত্যর্থঃ । আপন্ত্যো রক্ষ্যাঃ, ভোজনাদিনা
পোষ্যাঃ, সহৃদয়াদিনা অনুকম্প্যাঃ, হি যতো, বঃ প্রজা বয়ম্ ॥ জীঃ ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদ : বঃ গুরুঃ আমাদের গুরু—এ বাক্য ব্যবহার,
বিনয়ে নিজেকে সাধারণ্যে নামিয়ে আনার জন্য ।—শ্রীবলদেবাদের অপেক্ষায় ‘নঃ’ (আমাদের) বহুবচন
ব্যবহার । গুরু—উপদেষ্টা ও বন্ধুশ্চ শ্লাঘ্য—মঙ্গল আচরণ করায় বন্ধু । বন্ধু হিসাবেও ‘শ্লাঘ্য’
প্রশংসনীয়ও, পরমোত্তম হওয়া হেতু । কিম্বা এই ‘শ্লাঘ্য’ পদের সম্পর্ক সকল পদের সহিতই । অতএব
৩০ শ্লোকের ‘নিত্যদা’ পদের সহিত পরের ‘রক্ষ্যাঃ’ ইত্যাদির সহিত অর্থ করে অর্থ একপ হবে ।
আমরা নিত্য আপন থেকে রক্ষণীয়, ভোজনের দ্বারা পালনীয়, সহৃদয় দ্বারা অনুগ্রহণীয় হি—যেহেতু
বঃ—তোমার প্রজা আমরা ॥ জীঃ ২৯ ॥

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ ।

শ্রেয়স্কাটমৈনুভিনিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥৩০॥

৩০। অর্থঃ : শ্রেয়স্কাটমৈনুভিঃ (মানবৈঃ) ভবদ্বিধা (ভবাদৃশাঃ) অর্হসত্তমাঃ (পূজ্যতমঃ) মহাভাগাঃ (মহত্তমাঃ) নিষেব্যাঃ (নিতরাং সেবাঃ) দেবাঃ স্বার্থাঃ (স্বকার্যসাধনপরাঃ) সাধব ন (স্বার্থাঃ পরন্তু পরানুগ্রহপরাঃ, অতঃ সাধব এব পরমার্থকঃ দেবা ইতি ত এব সেবা ইত্যর্থঃ) ।

৩০। মূলানুবাদ : অতএব বিশেষ করে মহত্তম হওয়া হেতু আপনি আমাদের সেবা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

শ্রেয়োভিলাষী মানুষ কর্তৃক ভবাদৃশ জনেরা পরিপাটির সহিত সর্বদা সেবনীয়, কারণ তারা পূজ্যগণের মধ্যেও পূজ্যতম, এ হেতু সেবাযোগ্যতম । —দেবতারা স্বকার্যসাধনপর । সাধুরা কিন্তু সেরূপ নয়, তারা পরানুগ্রহপর ।

২৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : প্রজাঃ পুত্রতুল্যাঃ । এবং ব্যবহারদৃষ্ট্যা তদন্যাকমাদরণীয় এব । পরমার্থদৃষ্ট্যা তু স্বঃ পরমবৈষ্ণব্যাং পূজ্য এবত্যাহ,—ভবদ্বিধা ইতি । ॥বি০ ২৯॥

২৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : প্রজাঃ—পুত্রতুল্য । —হে অক্রুর ! তুমি আমাদের গুরু, পিতৃবা ইত্যাদি—এইরূপে ব্যবহার দৃষ্টিতে তুমি আমাদের অতি আদরণীয়, পরমার্থ দৃষ্টিতে তুমি পরমবৈষ্ণব হওয়া হেতু অবশ্য পূজ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ভবদ্বিধা ইতি ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ০ ত্যা০ টীকা : অতো মহত্তমত্বাচ্চ বিশেষতোইস্ম্যাকঃ তমেব সেবা ইত্যশয়েনাহ—ভবদ্বিধা ইতি, কিং পুনঃ সাক্ষাৎস্বস্ত ইত্যর্থঃ, অতো দেবেভ্যোইপি ভবদ্বিধা মহত্তমা ইতি ভাবঃ । নুভিনিত্যং সমাঙ্ণিতরাং সেবাঃ, অতো মহাভাগাঃ, মহান্ ভাগঃ পরমভাগবত্ব-প্রাপ্তিহেতুর্ভাগো ভাগাং যেবাং তে, মহত্তমা ইত্যর্থঃ, অতোইর্হিতমাঃ সেবাযোগ্যতমা ইত্যর্থঃ । পাঠান্তরে অহ'ন্তে ইতি অর্হ্যাঃ পূজ্যাঃ, তেষু সত্তমাঃ । নুভিরিতি প্রায়ো মনুষ্যাণামেব শ্রেয়ঃসাধকত্বাৎ । অত্র চ স্বস্যাপি পিতৃব্যতয়োক্কা যাদবতয়া মনুষ্যাতামননাং শ্রেয়স্কাটমৈরিতি বহুত্বেন মুক্তিভগবন্তুক্তি-পর্যন্তানি শ্রেয়াংসি গৃহ্যন্তে । অতো ভগবন্তাগবত-ব্যতিরিক্তানাং নেবজাতীনাং ন তাবতী শক্তিঃ । স্বল্পফলদায়কেষুইপ্যস্তি দোষান্তরমিত্যাহ—দেবা ইতি । অতো দেবেভ্যোইপি ভবদ্বিধা দেবতাদিজাতি-নিরপেক্ষতয়া মহত্তমা ইতি ভাবঃ । সাধবঃ—'তিতিক্ষবঃ' ইত্যারভ্য 'ত এতে সাধবঃ সাধিব' (শ্রীভা ৩'২৫।২১।২৪) ইতি পর্যন্তেন লক্ষিতাঃ ॥ জী ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ০ ত্যা০ টীকানুবাদ : অতএব আপনি মহত্তম হওয়া হেতু বিশেষত আমাদের সেবা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আপনার সদৃশ মহাভাগ্যবান জনই অতিশয় সেবনীয়, সাক্ষাৎ আপনি যে

ন হৃন্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।

তে পুনস্ত্যক্তকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৩১॥

৩১। অন্নয় : অন্নয়ানি (জলময়ানিগঙ্গাদীনি) তীর্থানি ন (ভবদ্বিধা ইব পাবন করানি ন, যথা ভবাদৃশা পুনস্তি তথা ম পুনস্তি) মৃচ্ছিলাময়াঃ (মন্ময়াঃ শিলাময়াশ্চ) দেবা ন (যথা ভবাদৃশাঃ পুনস্তি তথা ন পুনস্তি) তে উরুকালেন (বহুকালেন সেবিতা পুনস্তি) সাধবঃ দর্শনা দেব [পুনস্তি] ।

৩১। যুগ্মানুবাদ : সেবার বিনিময়ে পবিত্রতা প্রাপ্তি বিষয়ে তীর্থ ও দেবতার থেকে সাধুদের বহুত অন্তর, সেই কথাই বলা হচ্ছে—

সাধুদের হ্রায় পবিত্রতা বিধায়ক নয় জলময় গঙ্গাদি তীর্থ, এমন কি যুগ্ম-শিলাময় দেবগণও নয়। তীর্থ ও দেবগণকে সেবা করলে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন। পরন্তু দর্শনমাত্রেই সাধুগণ পবিত্র করে থাকেন।

সেবনীয়, এতে কার বলবার কি আছে। দেবতাদের থেকেও আপনার সদৃশ জনেরা মহত্তম, এরূপ ভাব! 'নিত্য' সম্যকপ্রকারে 'নিষেব্য' [নি—নিতরাং] অতিশয়রূপে সেবনীয়। —যেহেতু মহাভাগাঃ—মহান ভাগবান্। পরম ভাগবতত্ব প্রাপ্তি হেতু যাদের 'ভাগঃ' ভাগোদয় হয়েছে, তাঁরা মহত্তম। অতএব অর্হন্তম্যাঃ—সেবা যোগ্যতমা। পাঠান্তরে অর্হ'সন্তম্যাঃ—[অর্হন্তে ইতি অর্হাঃ] পূজ্যজনদের মধ্যে সত্তম অর্থাৎ পূজ্যতম। শ্রেয়স্ক্রািয়নৃ'ভঃ—এখানে 'নৃ' শব্দটি ব্যবহারের কারণ 'নৃ' মানুষদের মধ্যেই শ্রেয়সাধক অর্থাৎ জীতগবৎপাদপদলাভ রূপ মঙ্গলের সাধক হয়ে থাকে। এখানেও পিতৃব্য-রূপে নিজেরই উক্তি দ্বারা অত্ররূপে যাদবরূপে মানুষ ম'ননা হেতু অত্রুর শ্রেয়সাধকরূপে দর্শিত। 'শ্রেয়স্ক্রািয়নৃ' বহুবচন ব্যবহারে মূলি, ভগবৎভক্তি পর্যন্ত শ্রেয়সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর বলবার কথা শ্রীভগবান্ ও তাঁর ভক্ত ছাড়া দেবজাতিদের ততদূর পর্যন্ত শ্রেয়দানের শক্তি নেই। স্বল্পফলদায়কও অল্প দোষ আছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, দেবা ইতি—দেবতাগণ স্বার্থ জেনেই শ্রেয় দান করে থাকেন। দেবতাদের মধ্যেও আপনার সদৃশ জনেরা দেবত্ব প্রভৃতি জাতি নিরপেক্ষ-ভাবে মহত্তম, এরূপ ভাব। সাদ্রব ইতি—সাধুগণ স্বার্থপর নয়। 'সাধু' শব্দে তিতিক্ষা থেকে আরম্ভ করে 'ত এতেসাধবঃ সাক্ষি'—(শ্রীভা০ ৩।২৫।২১।২৪) ইত্যাদি পর্যন্ত লক্ষিত। [বিশ্বনাথ টীকা—সাধুর লক্ষণ বলা হচ্ছে চারটি শ্লোকে। এ বিষয়ে তটস্থলক্ষণ বলা হচ্ছে তিতিক্ষা ইতি—সহিষ্ণু, জীব দুঃখে দয়াত্র, সর্ব জীবের সুহৃদ, অজাত শত্রু, অনৃগ, সরলতা, সাধুভূষণ। স্বরূপ লক্ষণ—এঁরা আমাকেই একমাত্র ভজনীয় বিষয় জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করে থাকেন, আমার সেবাসুখ তাৎপর্যার্থে সর্বধর্ম ত্যাগ করেন, তাহারা মদ্বিয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্তন করে থাকেন, এদের ব্যথিত করতে পারে না আধ্যাত্মিকাদি তাপ। শ্রীভা০ ৩।২৫।২১।২৪] ॥ জী ৩০ ॥

Acc. No.	1423
Coll. No.	2945926101 MS(0)
Date
দশম: স্বক: অষ্টাচ্যারিশো অধ্যায়	B. G. M.

১০।৪৮ ৩০।৩১

২৫৩৩

৩০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অর্হান্ত ইত্যর্হা: পূজ্যন্তেষু সন্তমা: । ননু, নুভির্দেবা: সেবা ইতি প্রসিদ্ধিস্তত্রাহ, —দেবা: খলু স্বার্থা: স্বকার্যসাধনপরা: ন তু তথা সাধব: । তে তু পরানুগ্রহকাতরা এবৈতি ভাব: ॥ বি. ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : অর্হসন্তমা—পূজনীয়গণের মধ্যেও মহামান্য। যদি বলা হয়, মানুষের দ্বারা তো দেবতাগণই সেব্য, একপইতো প্রসিদ্ধি, এরই উত্তরে দেবতার তো স্বার্থা:—স্বকার্য-সাধনপরা, সাধুরা কিন্তু সেরূপ নয়। তারা তো পরানুগ্রহকাতরা, একরূপ ভাব। ॥ বি. ৩০ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ. ৩০। ৩০। টীকা : অতো যদি দেবা: সাধারণা: সেবিতুং সাক্ষাৎ লভ্যন্তে, তদপি ন সামা: , সাক্ষাত্ দুর্লভা এব; তত: প্রতিমারূপেন যং সেবান্তে, তত্র তু তদপেক্ষ্যাতিনিকর্ষ ইতি বক্তুং প্রসঙ্গতস্তীর্থানামপি সাধারণানাং তমাহ—ন হীতি। তে তত্তদ্রূপতীর্থদেবা: । একশেষ-ত্বেইপি নপুংসকত্বাভাব আর্হ: । পুনস্তি চিত্তমূলত: শোধয়ন্তি, তদর্শনাদেবেতি প্রথম-ক্ষণ-দর্শন এবদং তুলাতে, দ্বিতীয়ক্ষণাদৌ তু ন ইতি ভাব: ॥ জী. ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ. ৩০। ৩০। টীকাবুবাদ : অতএব যদি সাধারণ দেবতা সেবা করার জন্য সাক্ষাৎ ভাবেও সম্মুখে পাওয়া যায়, তথাপি সাধুদের সহিত সাম্য হয় না। সেই সাক্ষাৎভাবে পাওয়াও কিন্তু অতি দুর্লভ। অতঃপর প্রতিমারূপে যে সেবা করা হয়, তথায় সাধুদের থেকে দেবতাদের অনেক ব্যবধান, একথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সাধারণ তীর্থদেরও যে একরূপ ব্যবধান, সেই কথাই বলা হচ্ছে, 'ন হীতি'। তে—সেইসেইরূপ তীর্থ ও দেবতা পুনর্লিঙ্গ-চিত্তমালিঙ্গ দূর করত পবিত্র করেন। দর্শনাদেব—সাধু প্রথমক্ষণের দর্শনেই পবিত্র করেন, এর সঙ্গেই তীর্থ ও দেবতার তুলনা। কিন্তু সাধু দর্শনের দ্বিতীয় ক্ষণের সহিত মোটেই তুলনা হয় না ॥ জী. ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অন্যয়ানি তীর্থানি, হীতি শিরশ্চালনে নগ্র। অপি তু এবং দেবা অপি তু ভবন্ত্যেব এবং দেবা অপি, কিন্তু সাধুনা: তেভ্যো মহদন্তরমিত্যাহ, —তে ইতি। এক-শেষে পুংস্বমার্ষম্। দর্শনাদপি ॥ বি. ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : আচ্ছা তীর্থের সেবায় শ্রেয়: অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি হয় কি? এরই উত্তরে, ন হীতি—মাথা ঝেঁকে বললেন না না। অন্যয়ানি—তীর্থ সকল কি পাবন হয় না, হয়ত নিশ্চয়ই, একপই দেবতাগণও পাবন হয়। কিন্তু সাধুদের তাদের সহিত বহুত ব্যবধান! তীর্থাদি পবিত্র করে সেবা করলে—আর সাধু দর্শনেই পবিত্র করে ॥ বি. ৩১ ॥

স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়ান্ শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া ।

জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্বত্বং গজাহবয়ম্ ॥ ৩২ ॥

৩২। অর্থ : ['কিক্ষিচ্চিকীর্ষয়ন্' [শ্রীভা. ১০.৪৮।১২) প্রাগাদিতি যত্নং তৎকার্য-
মাদিশতি 'স ইতি']

নঃ (অস্ম্যাকং) সুহৃদাং (যাদবানাং মধ্যে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ) বৈ (ইতি ওসিদ্ধং) [অতঃ]
সঃ [উক্তবিধঃ] ভবান্ শ্রেয়ঃ চিকীর্ষয়া (অস্ম্যাকং শ্রেয়ঃ কৰ্ত্ত্বং ইচ্ছয়া) পাণ্ডবানাং জিজ্ঞাসার্থ
(সুখ দুঃখ বিচারার্থং, বা তেষাং যা জিজ্ঞাসা ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়ে তে কথমবতিষ্ঠন্ত ইতি পর্যালোচনং
তদর্থং) গজাহবয়ং (হস্তিনাপুরং) স্বং গচ্ছস্ব (গচ্ছ) ।

৩২। সুল্লাববাদ : কিক্ষিৎ কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য পূর্বে যা বলা হয়েছিল (৪৮।১২)
স্লোকে সেই কার্য আদেশ করছেন—

সাধুরূপে উক্ত মহাত্মা, বিশেষতঃ সুহৃদ, যাদবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনি আমাদের মঙ্গলেক্ষায়
ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে পাণ্ডবেরা কেমন আছে, এই যা জিজ্ঞাসা তার অনুসন্ধানের জন্য হস্তিনাপুরে
যান ।

৩২। শ্রীজীব বৈ. ভা. টীকা : এতাবতা যদ্বিবক্ষিতং, তদাহ—স—সাধুত্বেনোক্ত-
মহাত্মাঃ, বিশেষতঃ নোইস্ম্যাকং সুহৃদো যাদবাস্তেষাং মধ্যে কিংবা, সুহৃদাং জ্ঞাতীনাং নো মধ্যে ।
বৈ প্রসিদ্ধো । শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া—পাণ্ডবানাং যা জিজ্ঞাসা ধৃতরাষ্ট্রাশ্রয়ে, তে কথমবতিষ্ঠন্তে ইতি
পর্যালোচনং, তদর্থম্ ॥ জী. ৩২ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ ভা. টীকাবৃত্ত : এতক্ষণ পর্যন্ত মনে যা বলবার ছিল, তাই বলা
হচ্ছে,—স ভবান্—সেই আপনি ভক্ত মহাত্মা, আরও বিশেষতঃ নঃ—আমাদের সুহৃদাং—সুহৃদ
যাদবদের মধ্যে, কিম্বা জ্ঞাতীদের মধ্যে 'শ্রেয়ান্' শ্রেষ্ঠ । বৈ—ইহা প্রসিদ্ধই আছে । শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া—
আমাদের হিত করার ইচ্ছায় পাণ্ডবানাং জিজ্ঞাসার্থং—পাণ্ডবদের সম্বন্ধে যা জিজ্ঞাসা, যথা 'ধৃত-
রাষ্ট্র-আশ্রয়ে তারা কেমন বা আছে?' এরূপ মনের প্রশ্ন, তারজন্য হস্তিনা পুরে যান ॥ জী. ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অতঃ পিতৃবাহেনাস্বপ্নপ্রিয়করত্বাং সাধুত্বেন পরোপকারকত্বাচ্চ
ইদং ত্বয়া কৰ্তব্যমিত্যাহ,—স ইতি । গচ্ছস্ব গচ্ছ । স্বেতি সম্বোধনং বা ॥ বি ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবৃত্ত : অতএব পিতৃব্য বলে, 'আমাদের হিতকারী বলে এবং
সাধু বলে পরোপকারক হওয়া হেতু, ইহা তোমা কর্তৃক করণীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'স ইতি' ।
গচ্ছস্ব 'স্ব'—স্বয়ং যান, বা ইহা সম্বোধন ॥ বি. ৩২ ॥

পিতর্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা স্তুহঃখিতাঃ ।

আনিতাঃ স্বপুরুং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রম ॥ ৩৩ ॥

তেষু রাজান্সিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ ।

সমো ন বর্ততে নুনং ছুপ্পুত্রবশগোহন্ধদৃক্ ॥ ৩৪ ॥

৩৩। অন্নয়ন : পিতরো [পাণ্ডো] উপরতে (স্বর্গং গতে সতি) মাত্রা সহ স্তুহঃখিতাঃ
বালাঃ [শতশৃঙ্গাখ্য পর্বতাং মুনিভিঃ] স্বপুরুং আনিতাঃ [সন্তুঃ তত্র অধুনা] রাজ্ঞা [ধৃতরাষ্ট্রেন
সহ] বসন্তে (বসন্তি) ইতি শুশ্রম (শ্রুতবন্তো বয়ম্) ।

৩৪। অন্নয়ন : ভ্রাতৃপুত্রেষু তেষু (যুধিষ্ঠিরাদিষু বিষয়ভূতেষু) দীনধীঃ (ক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ)
ছুপ্পুত্রবশগঃ অন্ধদৃক্, অন্সিকাপুত্রঃ [পাণ্ডোঃ বিমাত্রাপুত্রঃ] রাজা সমঃ (তুল্যভাবাপন্নো) ন বর্ততে ।

৩৩। মূল্যাবুবাদ : সেই জিজ্ঞাসাই সকারণ-সম্প্রয়োজন বলা হচ্ছে, তিনটি শ্লোকে —
পিতা পাণ্ডু স্বর্গে গেলে মাতার সহিত স্তুহঃখিত বালকগণ শতশৃঙ্গাখ্য পর্বত থেকে মুনিদেরদ্বারা
স্বপুর্নিত্তে আনিত হলে তথায় তাঁরা অধুনা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বাস করছেন, এরূপ শুনেছি আমরা ।

৩৪। মূল্যাবুবাদ : ক্ষুদ্রবুদ্ধি অঙ্গ অন্সিকাপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র, কুসন্তান ছুপ্পুত্রবশগের
বশবর্তী হয়ে ভ্রাতৃপুত্র যুধিষ্ঠিরাতির প্রতি সমভাবাপন্ন নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে ।

৩৩। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : জিজ্ঞাস্তমেব সকারণং সম্প্রয়োজনঞ্চ—পিতরীতি
ত্রিভিঃ । উপরতে শাস্ত্রে ইতি তাদৃশাদরণীয়জনেঃশ্রীল-বচনানর্হতা-খ্যাপনায় । বালা ইত্যানয়নসময়া-
পেক্ষয়া । রাজ্ঞেত্যাক্ষ্যাপি তস্মাদুনা দৈবাভ্রাজতপ্রাপ্তিচ্চ জ্ঞাতেতি স্মৃতিতম্ । শুশ্রমেতি লৌকিক-
লীলামাধুৰ্য্যম্, অগ্রে ‘নুনম্’ ইতি ॥ জী. ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদ : (সেই জিজ্ঞাসাই সকারণ ও সম্প্রয়োজন
বলা হচ্ছে, ‘পিতরীতি’ তিনটি শ্লোকে । উপরতে—পিতা পাণ্ডু শাস্ত্র হলে অর্থাৎ স্বর্গগত হলে,
পাণ্ডুর মতো তাদৃশ আদরণীয় জনে অশ্রীল বচনের অযোগ্যতা খ্যাপনের জন্য এই ‘শাস্ত্র’ বাক্য
ব্যবহার । হস্তিনাপুরে আনার সময়-অপেক্ষায় এই ‘বালা’ শব্দের প্রয়োগ রাজ্ঞা—অন্ধ হলেও ধৃত-
রাষ্ট্রের অধুনা দৈবাৎ রাজত্ব প্রাপ্তিও হয়েছে এরূপ স্মৃতিত হল ‘রাজ্ঞা’ শব্দে । শুশ্রম—আমরা
শুনেছি, ইহা দ্বারা লৌকিক লীলার উচিত মাধুর্য ব্যক্ত হল । পরের শ্লোকে এই কথাকে নিশ্চিতও
করা হয়েছে ‘নুনং’ শব্দে ॥ জী. ৩৩ ॥

গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাদু বা ।

বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যক্রুরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে

পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

অক্রুরগৃহগমনং নাম অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

৩৫। অন্নয় : অধুনা [এব তং] গচ্ছ, তদ্বৃত্তং (তস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বৃত্তং) সাধু অসাধু বা জানীহি, তং [বৃত্তং বিজ্ঞায় (ভবনুখং বিশেষণে জ্ঞাত্ব)] [ততঃ] সুহৃদাং [পাণ্ডবানাং] শং (সুখং) যথা ভবেৎ [তথা] বিধাশ্যামঃ ।

৩৬। অন্নয় : ঈশ্বর (সর্বনিয়ন্তাপি) ভগবান্ (সমগ্রৈশ্বর্যপূর্ণোহপি) হরিঃ ইতি (পূর্বোক্ত অনুনয় প্রকারেণৈব) অক্রুরং সমাদিশ্য ততঃ (অক্রুরগৃহাং) সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং [সহ] স্বভবনং যযৌ বৈ (সম্বোধনে, তচ্চ লীলামাধুর্য-অনুভব বৈশিষ্ট্যায় ইত্যর্থঃ) ।

৩৫। মূল্যাবাদ : কাল-বিলম্ব না করে এখনই আপনি তথায় গমন করুন । ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত ভাল কি মন্দ জেনে আসুন । আপনার মুখ থেকে সব কথা ভালভাবে জেনে যা কিছু করণীয় তা করব, যাতে পাণ্ডবদের মঙ্গল হয় ।

৩৬। মূল্যাবাদ : সর্বনিয়ন্তা, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ হরি পূর্বোক্ত অনুনয় প্রকারেই সম্বন্ধনা জ্ঞাপন-পূর্বক শ্রীঅক্রুর মহাশয়কে আদেশ প্রদান করে তার গৃহ থেকে শ্রীবলরাম ও উদ্ধব মহাশয়ের সহিত স্থায়ী ভবনে গমন করলেন ।

৩৪-৩৬। শ্রীজীব বৈ• ততো টীকা : নুনং বিতর্কে, সমো ন বর্তয়ে । তং কুতঃ ? অস্বিকাপুত্রঃ পাণ্ডোর্বৈমাত্রেয়াদিত্যর্থঃ । হেতুস্তরং দুস্প্রবেশগঃ । তং কুতঃ ? দীনধীঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ । তদপি কুতঃ ? অন্ধদৃষ্টি, তদাদীনাং সামুদ্রিকে বহুদৌষস্মরণাং । অধুনৈব গচ্ছ, তস্য, রাজ্ঞো বৃত্তং সাধু বা ভবত্যসাধু বেতি জানীহীত্যর্থঃ । তত্থা ভগবান্ সমগ্রৈশ্বর্যাদিপূর্ণোহপি হরিঃ মনসৈব দুষ্টসংহারসমর্থোহপি ঈশ্বরঃ সর্বনিয়ন্তাপি । ইতি পূর্বোক্তানুনয়প্রকারেণৈব সম্যকপুরস্কারপূর্বকম্, আদিশ্য ততোহক্রুরগৃহাং সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং সহৈতি, ন ব্রহ্মব্রজনার্থমক্রুরেণাপীতি, তং প্রস্থাপনদ্বারা দর্শিতা । শ্বেতি তস্মিন্ ভবনে তদনন্তরং শ্বেচ্ছায়বিলাসঃ সূচিতঃ । বৈ সম্বোধনে, তচ্চ লীলা-মাধুর্য্যানুভববৈশিষ্ট্যায় ॥ জী• ৩৪-৩৬ ॥

৩৪-৩৬। শ্রীজীব বৈ० ভো० টীকাবুল্লাদ : বুৎ-বিতর্কে ভ্রাতৃপুত্রদেহ প্রতি রাজা ধৃত-
রাষ্ট্র তুল্যা ব্যবহার করেন না। একপ সম্ভাবনা মনে উঠিল কি করে? উঠিল, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর
বৈমাত্রেয় ভাই হওয়া হেতু—অন্য হেতু ধৃতরাষ্ট্র ছষ্টপুত্রের বশ। ইহাই বা কি করে বলা হচ্ছে?
তার উপর আবার অন্ধচক্ষু, ইহাই বা কি করে বলছেন? বলা হচ্ছে, তার করচরণের রেখায়
বহুদোষ স্রবণ হেতু।

অধুনা—অধুনাই গমন করুন। সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ ভাল কি মন্দ, তা জেনে আসুন।

ভগবান্—সমগ্র ঐশ্বর্যাদিপূর্ণ হয়েও, হৃদিঃ—মনে মনে ইচ্ছামাত্রে দুই সংহারে সমর্থ হয়েও, অক্রুরকে উক্তপ্রকার নির্দেশ দিলেন। ইতি—পূর্বোক্ত অনুন্নয় প্রকারেই সম্বাদিশ্য—সম্যক পুরস্কারপূর্বক আদেশ করত ততঃ—অক্রুরের গৃহ থেকে স্বভভনে গেলেন সঙ্কর্ষণোদ্ধবাত্য্যং—বলরাম ও উদ্ধবের সহিত—অনুব্রজনের জগৎ অক্রুরের কথাও এই সঙ্গে উক্ত হল না না, এরদ্বারা তাঁর হস্তিনাপুর প্রস্থানের দ্বারা দেখান হল। স্তম্ভবনঃ—এই ‘স’ শব্দ প্রয়োগে সূচিত হল নিজের ঘরে এরপর স্বেচ্ছাময় বিলাস। ঐ—সম্বোধনে, এই ‘ঐ’ ধ্বনিও ত্রীশুকদেব করলেন লীলা মাধুর্ষ অনুভব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশার্থে ॥ জী০ ৩৪-৩৬ ॥

৩ ৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেন বসন্তে বসন্তি ॥ বিং ৩৩-৩৬ ॥

৩৩৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : রাজা-ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বসন্ত-বাস করছে।

কালিচ (কনকবি-ভগ্নাথ) জগদুগ্ধর , গঙ্গিক মনিষিতক) মাসক , গচলি (॥ বিং ৩৩-৩৬ ॥

[illegible]

[১] সেক্ষেত্রে বিচারক [১৮৩] (নিম্নবর্ণিত বিচারিক) দায়িত্ব (প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যক্ষ) পালন

1 (फल) निम्न

ইতি শ্রীরাধাচরণ নৃপুৰে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে

ভাষাভাষা অষ্টচাৰিংগে অধ্যায়ে বঙ্গভূবান্ সমাপ্ত । : আচাৰ্য্য । ১৮৮৬

उत्तरप्रति - प्रत्यक्ष नैमित्तिक कारण उत्तरक प्रमाणानुसारि उत्तरादि शिखर विहित प्रमाणानुसारि ७ प्रमाणानुसारि

[illegible][illegible][illegible]

উদাহরণস্বরূপ গাণিতিক ক্ষেত্রে, 'সংখ্যা' শব্দটি 'সংখ্যা' এবং 'সংখ্যা' শব্দটি 'সংখ্যা'।